



unesco

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২০২৬



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৫-২০২৬



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২০২৬

সম্পাদক

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

নির্বাহী সম্পাদক

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

সহযোগী সম্পাদক

নাজনিন নাহার



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২০২৬

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

নির্বাহী সম্পাদক

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

সহযোগী সম্পাদক

ড. নাজনিন নাহার

প্রকাশক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রচ্ছদ

মোঃ শাহীনুর রহমান

মুদ্রণ

বনর্নস কালার স্ক্যান

Annual Report 2025-2026 by Professor Dr. Mohammad Ashaduzzaman et al. (eds.), published in 2026 by International Mother Language Institute (IMLI), Shaheed Captain Mansur Ali Sarani, 1/Ka, Segun Bagicha, Dhaka-1000, printed at Barnans Colorscan, Fakirapool, Dhaka-1000.



সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি	৭
২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কার্যাবলি	৭
প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)	৮
দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা	৮
মৌলিক বই ও গবেষণা পত্রিকা	৮
বিশেষ প্রকাশনা	৯
‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রকাশনা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২৬’ অনুমোদন	১৩
গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)	১৪
কর্মশালা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)	৩০
কর্মশালা-১: “সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় এলাকার ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অন্বেষণ” শীর্ষক কর্মশালা	৩০
কর্মশালা-২: “বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণের উপায়: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ” শীর্ষক কর্মশালা	৩১
কর্মশালা-৩: “বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণে গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ” শীর্ষক কর্মশালা	৩২
কর্মশালা-৪: “কক্সবাজার অঞ্চলের রাখাইন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা” শীর্ষক কর্মশালা	৩৩
কর্মশালা-৫: “প্রমিত বাংলা ভাষা প্রয়োগের সাম্প্রতিক প্রবণতা” শীর্ষক কর্মশালা	৩৪
কর্মশালা-৬: “বান্দরবান জেলার বিপন্ন ভাষা পরিকল্পনা: সমস্যা ও করণীয়” শীর্ষক কর্মশালা	৩৫
কর্মশালা-৭: “প্রমিত বাংলা ভাষা চর্চা: সাম্প্রতিক প্রবণতা” শীর্ষক কর্মশালা	৩৫
কর্মশালা-৮: “ভাষা পরিকল্পনা ও ভাষানীতি” শীর্ষক কর্মশালা	৩৬
সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)	৩৭
জাতীয় সেমিনার-১: “বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনার	৩৮
জাতীয় সেমিনার-২: “বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে ভাষা সংরক্ষণের ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনার	৪২

জাতীয় সেমিনার-৩: “অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৃতীয় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব” শীর্ষক সেমিনার	৪৩
International Seminar-1: “Cultural Diversity and Language Documentation” Seminar Titled	৪৫
International Seminar-2: “Language Preservation and Community Empowerment” Seminar Titled	৪৭
প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)	৪৯
প্রশিক্ষণ-১: “সিটিজেন চার্টার” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৪৯
প্রশিক্ষণ-২: “কম্পিউটার বিষয়ক” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৫০
প্রশিক্ষণ-৩: “প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৫১
প্রশিক্ষণ-৪: “দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৫২
প্রশিক্ষণ-৫: “চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৫২
প্রশিক্ষণ-৬: “প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৫৩
প্রশিক্ষণ-৭: “ডি-নথি ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৫৫
প্রশিক্ষণ-৮: “গবেষণা পদ্ধতি” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৫৫
প্রশিক্ষণ-৯: “দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৫৬
প্রশিক্ষণ-১০: “প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৫৭
প্রশিক্ষণ-১১: “শিক্ষাক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৫৯
প্রশিক্ষণ-১২: “প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৬০
প্রশিক্ষণ-১৩: “চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৬২
আমাই গ্রন্থাগার সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)	৬২
ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)	৬৭
বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভস সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)	৭৬
ভাষা নথিবদ্ধকরণ সম্পর্কিত তথ্য	৭৭
প্রশাসন শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)	৭৮
জনবল নিয়োগ	৭৮

আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগ	৭৯
পদসৃজন	৭৯
আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে সেবা ক্রয়	৭৯
লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড কমিটি গঠন	৭৯
লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড আয়োজন	৭৯
লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড-২০২৬	৭৯
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে কমিটি গঠন	৮১
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদযাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ	৮১
জুলাই শহিদ দিবস ২০২৫ উদযাপন	৮১
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদযাপন	৮২
জাতীয় দিবস উদযাপন	৮৪
বইমেলা ২০২৬ সম্পর্কিত তথ্য	৮৪
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন এবং ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স গাইডলাইন অনুমোদন	৮৫
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর অফিস সংযুক্তি কার্যক্রম সম্পাদনে সহযোগিতা প্রদান	৮৫
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন	৮৭
প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ শাখা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)	৮৭
“বান্দরবান জেলার বিপন্ন ভাষা পরিকল্পনা: সমস্যা ও করণীয়” বিষয়ক কর্মশালার প্রচার প্রতিবেদন	৮৭
“প্রমিত বাংলা ভাষা চর্চা: সাম্প্রতিক প্রবণতা” বিষয়ক কর্মশালার প্রচার প্রতিবেদন	৮৮
আমাই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)	৮৯
বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫ - জুন ২০২৬)	৯০
২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ব্যয় বিবরণী (জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫)	৯৩

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। স্মর্তব্য যে, ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার ফলে বিশ্বের বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহ সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ফলে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অতুলনীয় আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ অর্জনের ফলে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষী উজ্জীবিত এবং মাতৃভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এ স্বীকৃতি অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন “Mother Language Lovers of the World Society” (বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিকগোষ্ঠী) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পরবর্তী কালে পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষাপটে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায় জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ২০০৪ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ১২ তলা বিশিষ্ট অবকাঠামো তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এটির ৬ তলা বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বর্তমান ভবনে ইনস্টিটিউট আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬ সালের ১২ই জানুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের কার্যাবলি

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সংগ্রহ, নথিভবদকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি নিবেদিত অনন্য প্রতিষ্ঠান। ফলে প্রতিষ্ঠানটি থেকে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা গ্রন্থ, গবেষণা পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ভাষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া ভাষা বিষয়ক গবেষণায় গবেষকদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের গবেষণা বৃত্তি প্রদান করে থাকে। এটি সরকারের রাজস্ব খাতের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত জিপিএমএস নির্ধারিত কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের আয়োজন; বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনসহ প্রতিষ্ঠানটিতে প্রশাসনিক সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের যাবতীয় কার্যাবলি এই প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রকাশনা শাখা থেকে ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বই ও পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এ কার্যক্রম প্রধানত তিন ধরনের—

ক. দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা

১. মাতৃভাষা বার্তা ও Newsletter;
২. বার্ষিক প্রতিবেদন; এবং
৩. বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন।

খ. গবেষণা পত্রিকা এবং বই (মৌলিক ও অনুবাদ)

১. বাংলা গবেষণা পত্রিকা;
২. ইংরেজি গবেষণা পত্রিকা;
৩. অভিধান বা শব্দকোষ; এবং
৪. বিভিন্ন ধরনের বই (মৌলিক ও অনুবাদ)।

গ. বিশেষ প্রকাশনা

১. একুশের স্মরণিকা
২. বিশেষ সংখ্যা; এবং
৩. ভাষা তথ্য সংগ্রহ ও ডকুমেন্টেশন প্রতিবেদন।

ক. দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬ কালসীমায় দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত নিম্নোক্ত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশিত হয়েছে।

১. মাতৃভাষা-বার্তা (১২তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা), এপ্রিল-জুন ২০২৫
২. মাতৃভাষা-বার্তা (১২তম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা), জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩. মাতৃভাষা-বার্তা (১২তম বর্ষ: ৪র্থ সংখ্যা), অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫
৪. মাতৃভাষা-বার্তা (১৩তম বর্ষ: ১ম সংখ্যা), জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬
৫. IMLI Newsletter (Volume 12, Number 4), October-December 2025
৬. IMLI Newsletter (Volume 13, Number 1), January-March 2026
৭. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫

খ. গবেষণা পত্রিকা এবং বই (মৌলিক ও অনুবাদ)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬ কালসীমায় নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে নিম্নোক্ত গবেষণা পত্রিকা ও বই প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণা পত্রিকাসমূহ

১. মাতৃভাষা পত্রিকা (১১তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা), জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫
২. মাতৃভাষা পত্রিকা (১২তম বর্ষ: ১ম সংখ্যা), জানুয়ারি-জুন ২০২৬
৩. Mother Language (Vol.: 9, Issue: 2), July- December 2025
৪. Mother Language (Vol.: 10, Issue: 1), January-June 2026

মৌলিক বইসমূহ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬ কালসীমায় নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে নিম্নোক্ত অভিধান ও বইগুলো প্রকাশিত হয়েছে।

১. রূপকথার হংসী মা
২. ওয়াকিল আহমদ: ভাষা, লোকজ সংস্কৃতি ও জীবন
৩. মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার লোককথা
৪. অটিস্টিক শিশুদের অবাচনিক সংজ্ঞাপন
৫. বিশ্বে বাংলা ভাষার প্রতিবেশ
৬. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে ভাষা
৭. মরমি গানের উৎসমুখ: গোলাম হুসনের গান
৮. ডিজিটাল ভাষায় সাংবাদিকতা ও সংবাদ অর্থনীতি
৯. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ: ভাষা ও সংস্কৃতি
১০. রেংমিৎচা: একটি বিপন্ন ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব
১১. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ভাষা সংরক্ষণ [Cultural Diversity and Language Documentation of Indigenous Community]
১২. Collaborative English Learning at the Higher Secondary Level: Challenges and Prospects
১৩. The Bangladesh Narratives of Adib Khan, Monica Ali And Tahmima Anam: Socio-Cultural and Political Representations
১৪. Language Preservation and Community Empowerment
১৫. Autism: Social Communication and Child Language Challenges in Bangladesh

গ. বিশেষ প্রকাশনা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬ কালসীমায় নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে নিম্নোক্ত বিশেষ প্রকাশনাসমূহ প্রকাশিত হয়েছে।

১. শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ স্মরণিকা
২. National and International Seminar-2026 (Abstract Booklet)



মাতৃভাষা-বার্তা (১২তম বর্ষ: ২য়-৪র্থ সংখ্যা ও ১৩তম বর্ষ: ১ম সংখ্যা)
এপ্রিল ২০২৫-মার্চ ২০২৬)



IMLI Newsletter (Volume 12: Number 4
& Volume 13, Number 1)
October 2025-March 2026



বর্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫



মাতৃভাষা পত্রিকা (১১তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা)
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫



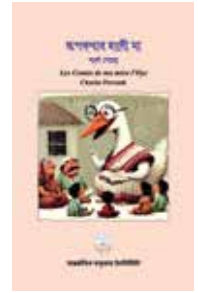
মাতৃভাষা পত্রিকা (১২তম বর্ষ: ১ম সংখ্যা)
জানুয়ারি-জুন ২০২৬



Mother Language (Vol.: 9, Number: 2)
July-December 2025



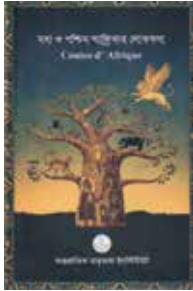
Mother Language (Vol.: 10, Issue: 1)
January-June 2026



রূপকথার হংসী মা



ওয়াকিল আহমদ
ভাষা, লোকজ সংস্কৃতি ও জীবন



মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার লোককথা



অটিন্টিক শিল্পের অব্যাহত সজ্জাপন



বিশ্বে বাংলা ভাষার প্রতিবেশ



বাংলাদেশের ভূত্ন নৃগোষ্ঠীর
ক্ষমতায়নে ভাষা



মরমি গানের উৎসমুখ
গোলাম হুসনের গান



ডিজিটাল ভাষায় সাবাদিকতা ও
সংবাদ অর্থনীতি



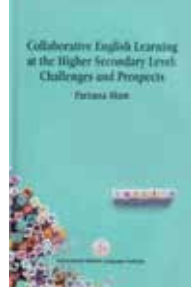
আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
ভাষা ও সংস্কৃতি



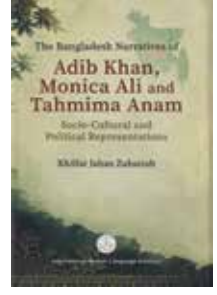
রেমেংচা: একটি বিপন্ন ভাষার
ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব



সুদূর নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ভাষা সংরক্ষণ
[Cultural Diversity and Language
Documentation of Indigenous Community]



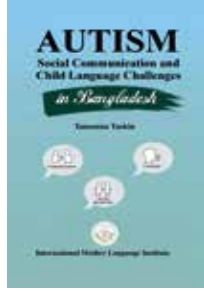
Collaborative English Learning at
the Higher Secondary Level:
Challenges and Prospects



The Bangladesh Narratives of
Adib Khan, Monica Ali and Tahmima Anam:
Socio-Cultural and Political Representations



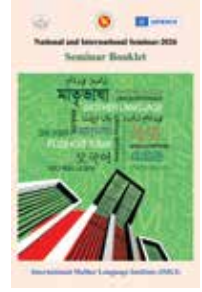
Language Preservation and
Community Empowerment



Autism: Social Communication and
Child Language Challenges in Bangladesh



শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা
দিবস ২০২৬ স্মরণিকা



National and International
Seminar-2026 (Abstract Booklet)

‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রকাশনা সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২৬’ অনুমোদন

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সংরক্ষণ, নথিভব্বকরণ এবং ভাষাগুলোর ব্যাকরণ তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি নিবেদিত অনন্য প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির ভাষা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য অনেকাংশে চরিতার্থ হয়। তাই বিশেষায়িত গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টিশীল, মননশীল ও গবেষণাধর্মী মৌলিক গ্রন্থ অনুবাদ গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া অভিধান, বিশ্বকোষ, কোষগ্রন্থ, সম্পাদিত, সংকলিত ও অনূদিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় নিয়োজিত বিশিষ্টজন ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করে তা প্রকাশের জন্য এই ইনস্টিটিউটে জমা দেন। এসব পাণ্ডুলিপি যথাযথ ও বিধিসম্মত প্রক্রিয়ায় প্রকাশের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) প্রকাশনা নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে এসব রচনা প্রকাশের প্রয়োজনে প্রকাশনা নীতিমালায় একটি খসড়া প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য ২৩শে নভেম্বর ২০২৫ তারিখে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ৪ঠা জুন ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রকাশনা নীতিমালা অনুমোদিত হয়।

গবেষণা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণাকর্মের প্রতিবেদন এবং পিএইচডি ও এমফিল গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণাকর্মের প্রতিবেদন ও তত্ত্বাবধায়কের সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদন ১০ই জুলাই ২০২৫ তারিখের মধ্যে জমা প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। একইসঙ্গে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণাকর্মের প্রতিবেদন এবং পিএইচডি গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকের গবেষণাকর্মের প্রতিবেদন ও তত্ত্বাবধায়কের সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০শে জুলাই ২০২৫ তারিখের মধ্যে জমা প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের ড. এস.এম আরিফ মাহমুদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার সরকারি তিতুমীর কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ সাহেদুজ্জামানের পরিবর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মাদ মইনুল ইসলামকে গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করে পত্র প্রেরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজের “Protecting the Language of Ethnic Minorities: A Qualitative Study on Plain Land Santals of Bangladesh” শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আসাদুজ্জামান এবং সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দাকে প্রেরণ করা হয়। একই অর্থবছরে বৃত্তিপ্রাপ্ত আরেকজন ফেলোশিপ গবেষক পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল আলীমের “ভাষা-আন্দোলনে রাজনৈতিক দল, ছাত্র-যুব ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা” গবেষণা অভিসন্দর্ভ চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালামকে প্রেরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় পোস্ট-ডক্টোরাল, পিএইচডি, এমফিল, ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ৬ই আগস্ট ২০২৫ তারিখ বুধবার বেলা ১১:০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের তৃতীয় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং ৩০৭) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আমাই গবেষণা বৃত্তির বিজ্ঞপ্তি একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা ‘আমার দেশ’ এবং একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ‘The Daily Star’-এ প্রকাশ, গবেষণা বৃত্তির বিজ্ঞপ্তি আমাইয়ের ওয়েবসাইটসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ, আবেদনপত্র জমাদানের সময়সীমা ১৫ই সেপ্টেম্বর

২০২৫ তারিখ পর্যন্ত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় পোস্ট-ডক্টোরাল, পিএইচডি, এমফিল, ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে গবেষণা বৃত্তি প্রদানের বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারের জন্য বাংলা দৈনিক পত্রিকা ‘আমার দেশ’ এবং ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা ‘The Daily Star’-এ ১৪ই আগস্ট ২০২৫ তারিখে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া আমাই গবেষণা বৃত্তির জন্য আবেদনপত্র আহ্বানের নিমিত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার বাংলা, ইংরেজি, ভাষাবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস বিভাগ ও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে পত্র প্রেরণ করা হয়।



গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণ

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় আমাই গবেষণা বৃত্তির বিজ্ঞপ্তির আলোকে পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণা ক্যাটেগরিতে ৪ (চার) জন, পিএইচডি গবেষণায় ২ (দুই) জন, ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে ১৭ (সতেরো) জনসহ সর্বমোট ২৩ (তেইশ) জন আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য, এ অর্থবছরে এমফিল ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে কেউ আবেদন করেননি। উক্ত আবেদনকারীদের গবেষণা প্রস্তাব যাচাই-বাছাই এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে গবেষণা বাছাই কমিটির একটি সভা ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১১:০০টায় ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং: ৩০৭) অনুষ্ঠিত হয়। আমাই গবেষণা বৃত্তির জন্য আবেদনকারীদের গবেষণা প্রস্তাব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে প্রাথমিকভাবে পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণা ক্যাটেগরিতে ১ (এক) জন এবং ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে ৮ (আট) জনসহ সর্বমোট ৯ (নয়) জনের গবেষণা প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে মূল্যায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীদের গবেষণা প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়নের জন্য গবেষণা বাছাই কমিটির সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করা হয়।

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গবেষণা বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে এবং গবেষণা কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক দিক নিয়ে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি সভা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে ২৬শে নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বুধবার বিকাল ৩:০০টায় ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং: ৩১১) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণায় ১ (এক) জন ও ফেলোশিপ গবেষণায় ৬ (ছয়) জনের গবেষণা প্রস্তাবনা নির্বাচন করে চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য আহ্বান করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া সভায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের এমফিল গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক জনাব সাবিহা আল হুমায়রা মমি, প্রভাষক (ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়াদ ৩ মাস (১লা অক্টোবর ২০২৫ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পেশাগত গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক জনাব নাজনীন সুলতানা গবেষণার মেয়াদ ৩ মাস (১লা নভেম্বর ২০২৫ থেকে ৩১শে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত) বৃদ্ধি করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৬শে নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বুধবার বেলা ২:০০টা থেকে বিকাল ৩:০০টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মামুন আল মোস্তাফার “Political Economy of Linguistic Practices in Bangladesh: Some Implications for 20th Century” শীর্ষক গবেষণাকর্মের উপর ২য় সেমিনার এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলামের “Factors Affecting Language’s Extinction: A Case Study on Ethnic Minority Languages of Mymensingh” শীর্ষক গবেষণাকর্মের সর্বশেষ বা চূড়ান্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে গবেষকগণ তাঁদের গবেষণাকর্মের নিজ নিজ প্রতিবেদন পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।



সেমিনারে গবেষকদের সঙ্গে আমাইয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় আমাই পোস্ট-ডক্টোরাল ও ফেলোশিপ গবেষণা বৃত্তির জন্য আবেদনকারীদের গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন সংক্রান্ত সভা ১১ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আমাই পোস্ট-ডক্টোরাল ও ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে আবেদনকারীগণের গবেষণা প্রস্তাবসমূহ চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে তাঁদের উপস্থাপনার আলোকে বিশেষজ্ঞগণের মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী ২২শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে আমাইয়ের পরিচালক মহোদয় বরাবর গবেষণা প্রস্তাবসমূহ সংশোধনপূর্বক জমাদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।



আমাইয়ের কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপনকারীগণ

সংশোধিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহের ভিত্তিতে আবেদনকারী/গবেষকগণকে চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে গবেষণা বাছাই কমিটির সভা ২৪শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বুধবার বিকাল ৩:০০টায় ইনস্টিটিউটের ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং: ৩০৭) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণা ক্যাটেগরিতে ১ (এক) জন ও ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে ৬ (ছয়) জনসহ মোট ৭ (সাত) জন আবেদনকারী/গবেষকগণের সংশোধিত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ পর্যালোচনা করে চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দেওয়া এবং ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে আমাইয়ের পরিচালক মহোদয় বরাবর যোগদানের শর্ত পূরণ পূর্বক যোগদানের জন্য পত্র প্রেরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় পোস্ট-ডক্টোরাল ও ফেলোশিপ গবেষণায় মনোনয়ন প্রাপ্ত গবেষকদের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্রম	গবেষকদের তালিকা	গবেষণা ক্যাটেগরি
১.	ড. মোঃ মনজুর রহমান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণা
২.	ড. মোঃ রবিউল ইসলাম অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ফেলোশিপ গবেষণা

ক্রম	গবেষকদের তালিকা	গবেষণা ক্যাটেগরি
৩.	ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	ফেলোশিপ গবেষণা
৪.	ড. মোঃ রওশন জাহিদ অধ্যাপক, ফোকলোর অ্যান্ড সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	ফেলোশিপ গবেষণা
৫.	ড. মোঃ রেজাউল করিম অধ্যক্ষ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ	ফেলোশিপ গবেষণা
৬.	ড. মোহাম্মদ টিপু সুলতান সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান বাংলা বিভাগ সরকারি আইনউদ্দীন কলেজ, মধুখালী, ফরিদপুর	ফেলোশিপ গবেষণা
৭.	ড. ফাহিমদা ফেরদৌস সহযোগী অধ্যাপক, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, জেড. এইচ. সিকদার উইমেন'স মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ধানমন্ডি, ঢাকা	ফেলোশিপ গবেষণা

২০২৩-২৪ অর্থবছরের আমাই ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণের ৩য়/শেষ সেমিনার ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ১১:০০টা থেকে বেলা ২:০০টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান এবং আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। সেমিনারে সম্মেলন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (সেমিনার, লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) ও প্রতিকল্প কর্মকর্তা, উপপরিচালক (গবেষণা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।



সেমিনারে গবেষকদের সঙ্গে আমাইয়ের কর্মকর্তাগণ

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী হিসেবে ছিলেন ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. আবু ইব্রাহীম মহাঃ নূরুল হুদা, প্রাক্তন অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা; ড. মামুন আল মোস্তফা, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মোঃ অমিত হাসান সোহাগ, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। তাঁদের গবেষণাকর্মের প্রতিবেদন পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক বণ্ডা সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ) ড. মনসুর আহমেদের “Linguistic Capital of the Oraon Ethnic Community at the Northern Districts of Bangladesh: Access to Education, Information and Economic Sphere” শীর্ষক গবেষণাকর্ম এবং ঢাকার সাভারের দারুল ইসলাম ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ খলিলুর রহমানের “Investigating the Teaching of English Writing and Speaking Skills to the Fazil Pass Course Students in Bangladesh” শীর্ষক গবেষণাকর্মের উপর সেমিনার যথাক্রমে ৮ই ও ৯ই মার্চ ২০২৬ তারিখে ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারগুলোতে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম।



সেমিনারে আমাইয়ের পরিচালক মহোদয়ের সঙ্গে আলোচক ও অংশগ্রহণকারীগণ



সেমিনারে গবেষকগণ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন

২০২৪-২৫ অর্থবছরের পিএইচডি গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক গাজীপুরের ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মীর মোহাম্মদ মারুফ মিয়ান “অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রবন্ধ: সাহিত্য, শিক্ষা ও রাষ্ট্রভাবনা” শীর্ষক গবেষণাকর্ম এবং এমফিল গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক জয়পুরহাটের বটতলি ফাতেমা জহুরা মহিলা ফাজিল মাদ্রাসার ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মোঃ নুর আলমের “Linguistic Variations and Cultural Diversity in Joypurhat: An Anthro-po-linguistic Analysis” শীর্ষক গবেষণাকর্মের উপর সেমিনার যথাক্রমে ১০ই ও ১২ই মার্চ ২০২৬ তারিখে ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) অনুষ্ঠিত হয়।



সেমিনারে গবেষকগণ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন

সেমিনারগুলোতে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। উক্ত সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. আবদুল আউয়াল বিশ্বাস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম।



সেমিনারে আলোচক গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করছেন

২০২৪-২৫ অর্থবছরের পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) শেখ শামীম ইসলামের “Factors Affecting Language’s Extinction: A Case Study on Ethnic Minority Languages of Mymensingh” শীর্ষক গবেষণাকর্ম এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (সেমিনার, লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) নাজনীন সুলতানার “বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উর্দুর প্রভাব” শীর্ষক গবেষণাকর্মের উপর সেমিনার যথাক্রমে ১৫ই ও ১৬ই মার্চ ২০২৬ তারিখে ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) আয়োজন করা হয়।



আমাইয়ের পেশাগত গবেষণাগণ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন

উক্ত সেমিনারগুলোতে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম।

২৪শে মার্চ ২০২৬ তারিখে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. গোলাম রব্বানীর “Language and Culture of the Tripura Community in Bangladesh: Problems and Prospects” শীর্ষক গবেষণাকর্মের উপর সেমিনার ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। এছাড়া আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম।



সেমিনারে গবেষকগণ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন

২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. লুৎফর রহমানের “ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার ভাঙনপ্রবণ অঞ্চলের ঔপভাষিক বৈচিত্র্য: একটি সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা” শীর্ষক গবেষণাকর্মের উপর সেমিনার ২৫শে মার্চ ২০২৬ তারিখে ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন



সেমিনারে গবেষকগণ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. জাহিদুল ইসলাম এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদের “The Inclusion of Santali Community for the Basic Oral Language Documentation (BOLD): Creating A BOLD Based Database” শীর্ষক গবেষণাকর্ম; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এসএম আরিফ মাহমুদের “Documentation of the Languages of Munda and Mahali Communities of the Barind Region of Bangladesh” শীর্ষক গবেষণাকর্ম এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের পরিচালক ড. সুলতান মাহমুদ ভূঁইয়ার “শিক্ষা শব্দাবলি সংকলন ও সম্পাদনা” শীর্ষক গবেষণাকর্মের উপর সেমিনার যথাক্রমে ২৯শে, ৩০শে ও ৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারগুলোতে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। এছাড়া আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম।



সেমিনারে গবেষক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছেন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ফেলোশিপ গবেষণা কর্মসূচির আওতায় গবেষকদের চলমান গবেষণাকর্ম উপস্থাপন ও পর্যালোচনার লক্ষ্যে ধারাবাহিক গবেষণা সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষকেরা ভাষা, সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষা এবং চিকিৎসা পরিভাষা বিষয়ক তাঁদের গবেষণার বিভিন্ন দিক ও

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন। একই সঙ্গে তাঁরা শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বিষয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ লাভ করেন। বিশেষজ্ঞদের গঠনমূলক মতামত, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা গবেষণার মানোন্নয়ন এবং গবেষণাকর্মকে আরও সমৃদ্ধ ও কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেমিনারগুলো ইনস্টিটিউটের চতুর্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে যথাক্রমে ১লা এপ্রিল, ২২শে এপ্রিল এবং ২৩শে এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।



বিষয় বিশেষজ্ঞ ও আলোচকবৃন্দ

২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফেলোশিপ গবেষণা কর্মসূচির আওতায় গবেষকের দ্বিতীয় সেমিনার ১লা এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে গবেষক ডা. আবদুল্লাহ আল মাসুম, সহকারী অধ্যাপক, ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) তাঁর “Development of Bilingual (Bangla–English) Medical Terminology and Symptom Database Incorporating Regional Language Variations in Sylhet” শীর্ষক গবেষণার অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। গবেষণায় সিলেট অঞ্চলে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্যকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলা-ইংরেজি চিকিৎসা পরিভাষা ও উপসর্গভিত্তিক একটি কাঠামোবদ্ধ তথ্যভান্ডার তৈরির উদ্যোগ তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে চিকিৎসা-পরিভাষার মান্যকরণ, ভাষাগত বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি, চিকিৎসক-রোগীর মধ্যকার যোগাযোগের উন্নয়ন, রোগ নির্ণয়ের নির্ভুলতা বৃদ্ধি এবং বহুভাষিক প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যসেবার সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করার বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেমিনারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) এবং আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।



সেমিনারে ডা. আবদুল্লাহ আল মাসুম গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করছেন

২০২৫-২৬ অর্থবছরের ফেলোশিপ গবেষণা কর্মসূচির প্রথম সেমিনার ২২শে এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ড. মোঃ রবিউল ইসলাম, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, “বাঙালি সংস্কৃতি ও ভাষাগত ঐতিহ্যের মাধ্যম হিসেবে নকশিকাঁথা: সমসাময়িক বাংলাদেশে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা” শীর্ষক গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করেন। আলোচনায় উঠে আসে যে, নকশিকাঁথা তার নকশা, প্রতীক ও বর্ণনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের ক্রমাবনতি, বাণিজ্যিকীকরণ এবং পর্যাপ্ত নথিভুক্তির অভাবকে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গবেষণা, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক প্রসার এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণমূলক উদ্যোগ জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।



আলোচকদের উপস্থিতিতে ড. মো. রবিউল ইসলাম গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করছেন

সেমিনারে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক সালমা আক্তার, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

২২শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত সেমিনারের অপর এক সেশনে ড. মোঃ রওশন জাহিদ, অধ্যাপক, ফোকলোর এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, “বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা ও করণীয়: একটি সমীক্ষা” শীর্ষক গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করেন। আলোচনায় বম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মাতৃভাষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার সীমিত সুযোগ, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার অভাব এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সেমিনারে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে ড. গোলাম রব্বানী, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। আলোচকবৃন্দ মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, বম ভাষার সুষ্ঠু নথিভুক্তকরণ, প্রয়োজনীয় নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ এবং সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সুপারিশ করেন।



ড. মো. রওশন জাহিদ গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করছেন

একই দিনে অনুষ্ঠিত পরবর্তী সেশনে ডা. ফাহিমদা ফেরদৌস, সহযোগী অধ্যাপক, মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, জেড. এইচ. সিকদার উইমেন'স মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ধানমন্ডি, ঢাকা, “Assessment of Language Acquisition Among Children According to Their Chronological Age: A Cross-Sectional Descriptive Neuro-Linguistic Study

in Bangladesh” শীর্ষক গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করেন। আলোচনায় দেখা যায়, শিশুদের ভাষা অর্জনের ধরন বয়সভেদে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয় এবং শব্দভান্ডার, ভাষা অনুধাবন ও প্রকাশ ক্ষমতার ক্ষেত্রে স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষাগত পটভূমি এবং ভাষাগত পরিবেশ শিশুদের ভাষা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেমিনারে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক ড. মনিরা বেগম, চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই আলোচক হিসেবে সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। আলোচকবৃন্দ বয়সভিত্তিক ভাষা বিকাশ কাঠামো, প্রাথমিক ভাষা মূল্যায়নের উপযোগী উপকরণ, শিক্ষা পরিকল্পনায় নিউরো-ভাষাবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদার এবং গবেষণাভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করেন।



ডা. ফাহমিদা ফেরদৌস গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করছেন

২৩শে এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, “সিলেটের পাত্র ভাষা ও সংস্কৃতি: সংরক্ষণের কৌশল” শীর্ষক গবেষণা উপস্থাপন করেন। আলোচনায় পাত্র ভাষার আন্তঃপ্রজন্মীয় ব্যবহার হ্রাস, সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং দৈনন্দিন ভাষা ব্যবহারের সংকোচনকে ভাষাটির অস্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হুমকি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ভাষাটির সংরক্ষণে ভাষা নথিভুক্তকরণ, সম্প্রদায়ভিত্তিক সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পাত্র ভাষার অন্তর্ভুক্তির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সেমিনারে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় ড. আবদুল আউয়াল বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও

প্রশিক্ষণ), আমাই আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বিষয় বিশেষজ্ঞ গবেষণার অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য আরও সমৃদ্ধ করার পরামর্শ প্রদান করেন।



ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করছেন

একই দিনে অনুষ্ঠিত পরবর্তী সেশনে ড. মো. রেজাউল করিম, অধ্যক্ষ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, “বাংলাদেশে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ কৌশল: বৃহত্তর রাজশাহী জেলার একটি সমীক্ষা” শীর্ষক গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করেন। আলোচনায় গবেষণাটিকে নৃগোষ্ঠী ভাষা সংরক্ষণ ও সাংস্কৃতিক স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সেমিনারে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত থেকে গবেষণার একাডেমিক দিকসমূহ পর্যালোচনা করেন এবং আদিবাসী ভাষা সংরক্ষণ ও সাংস্কৃতিক টেকসইতার প্রেক্ষাপটে এর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন।



ড. মো. রেজাউল করিম গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করছেন

সেমিনারে অধ্যাপক তাহমিনা আক্তার, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। আলোচকবৃন্দ মাঠপর্যায়ের তথ্য আরও সমৃদ্ধ করা, সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক ভাষা সংরক্ষণ কৌশল বাস্তবায়নের সুপারিশ করেন। গবেষণাটি ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারণ ও একাডেমিক গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

২৩শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত সেমিনারে সর্বশেষ সেশনে ড. মোহাম্মদ টিপু সুলতান, সহযোগী অধ্যাপক, আইনউদ্দীন সরকারি কলেজ, মধুখালী, ফরিদপুর, “Community-Driven Digital Storytelling for Indigenous Language Revitalization: Opportunities and Challenges in Empowering Local Narratives through Social Media” শীর্ষক গবেষণা উপস্থাপন করেন। আলোচনায় নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণে ডিজিটাল মাধ্যমের সম্ভাবনা তুলে ধরা হয় এবং গবেষণার পদ্ধতিগত স্পষ্টতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য আরও সমৃদ্ধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে সেমিনারে উপস্থিত থেকে নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি গবেষণার পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা ও মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। সেমিনারে মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। আলোচকবৃন্দ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাষার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের দীর্ঘমেয়াদি সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সুপারিশ করেন। নৃগোষ্ঠীর ভাষার পুনরুজ্জীবন ও সাংস্কৃতিক স্থায়িত্বের সঙ্গে প্রযুক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সেমিনারটিতে গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় হয়, যা ভবিষ্যৎ গবেষণা ও নীতিনির্ধারণে সহায়ক হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।



ড. মোহাম্মদ টিপু সুলতান গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করছেন

কর্মশালা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারী, মাঠপর্যায়ে গবেষক ও আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ, বিপন্ন ভাষা নথিভব্দকরণ, গবেষণা পদ্ধতি শিখন ইত্যাদি সম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬) নিম্নোক্ত ৮টি (আট) কর্মশালা সম্পাদিত হয়েছে। কর্মশালাগুলোর মূল তথ্য নিম্নরূপ:

কর্মশালা-১: “সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় এলাকার ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অন্বেষণ” শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ১৭ই আগস্ট ২০২৫ তারিখ রবিবার সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে “সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় এলাকার ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অন্বেষণ” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) জন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ড. খিলফাত জাহান যুবা ইরাহ, উপপরিচালক (প্রশাসন), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।



“সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় এলাকার ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অন্বেষণ” শীর্ষক কর্মশালার চিত্র

কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় এলাকার ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিয়ে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার, প্রফেসর ড. রোখসানা পারভীন চৌধুরী ও জনাব উজ্জ্বল মেহেদী। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার “সুনামগঞ্জের লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধান” শিরোনামে প্রথম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের প্রফেসর ড. রোখসানা পারভীন চৌধুরী। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল “সুনামগঞ্জের

হাওড় অঞ্চলের বিয়ের গান ও ধামাইল নাচে নারীর জীবন”। তৃতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব উজ্জ্বল মেহেদী লেখক ও সাংবাদিক, সুনামগঞ্জ। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল “হাওড়জনের কথা, ভাষা ও আশা”। কর্মশালার দলভিত্তিক কার্যক্রম, প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

কর্মশালা-২: “বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণের উপায়: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ” শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) “বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণের উপায়: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৪৬ (ছেচল্লিশ) জন। উক্ত কর্মশালার সভাপতিত্ব ও উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। কর্মশালায় প্রথম ও দ্বিতীয় সেশন পরিচালনা করেন ড. মাহরুন্নূর ইমতিয়াজ, সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বিপন্ন ভাষার উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। তৃতীয় সেশন পরিচালনা করেন ড. মোঃ মোস্তফা রাসেল। তিনি ভাষা সংরক্ষণ থেকে পুনরুজ্জীবনের জন্য ডকুমেন্টেশনের রূপান্তরমূলক শক্তি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। কর্মশালার দলভিত্তিক কার্যক্রম, প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।



“বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণের উপায়: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ” শীর্ষক কর্মশালার চিত্র

কর্মশালা-৩: “বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণে গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ” শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ৫ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বুধবার ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে “বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণে গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৪৯ (উনপঞ্চাশ) জন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণে গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেন ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার, ড. এস এম আরিফ মাহমুদ ও অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার “গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা” শিরোনামে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম আরিফ মাহমুদ। তিনি “বিভিন্ন ভাষা সংরক্ষণে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি” শিরোনামে আলোচনা করেন। “বিপন্ন ভাষার উপাত্ত সংগ্রহের উপায়” শিরোনামে সর্বশেষ আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। কর্মশালার দলভিত্তিক কার্যক্রম, প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।



“বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণে গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ” শীর্ষক কর্মশালার আলোকচিত্র

কর্মশালা-৪: “কক্সবাজার অঞ্চলের রাখাইন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা” শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ৭ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ রবিবার এলজিইডির কনফারেন্স রুমে “কক্সবাজার অঞ্চলের রাখাইন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ২৮ (আটশ) জন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। কর্মশালার উদ্বোধন করেন মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী, কমিশনার (তদন্ত), দুর্নীতি দমন কমিশন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ সায়েদুজ্জামান সাদেক, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার জেলা এবং ড. খিলফাত জাহান যুবাইরাহ, উপপরিচালক (প্রশাসন), আমাই।

কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। কক্সবাজার অঞ্চলের রাখাইন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন জনাব ছেন টিং, জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা ফিরোজ ভূঁইয়া এবং জনাব মং হল্লা চিং। “কক্সবাজারের রাখাইন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার বর্তমান অবস্থা” শিরোনামে আলোচনা করেন ছেন টিং, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি), লেদা উচ্চ বিদ্যালয়, হীলা, টেকনাফ, কক্সবাজার। “কক্সবাজারের রাখাইন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় করণীয়” শিরোনামে আলোচনা করেন মোহাম্মদ মোস্তফা ফিরোজ ভূঁইয়া, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সেইভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ, কক্সবাজার অফিস, কক্সবাজার এবং সর্বশেষ রাখাইন ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের উপায় শিরোনামে আলোচনা করেন মং হল্লা চিং ট্রাস্টি, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। কর্মশালার দলভিত্তিক কার্যক্রম, প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।



‘কক্সবাজার অঞ্চলের রাখাইন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা’ শীর্ষক কর্মশালার আলোকচিত্র

কর্মশালা-৫: “প্রমিত বাংলা ভাষা প্রয়োগের সাম্প্রতিক প্রবণতা” শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১১ই মার্চ ২০২৬ তারিখ বুধবার ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে “প্রমিত বাংলা ভাষা প্রয়োগের সাম্প্রতিক প্রবণতা” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৫০ (পঞ্চাশ) জন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন কবি আবদুল হাই শিকদার, সম্পাদক, যুগান্তর, কবি ও লেখক। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। “প্রমিত বাংলা ভাষা প্রয়োগের সাম্প্রতিক প্রবণতা” নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক গুলশান আরা বেগম, ড. এ এফ এম সালাউদ্দিন ও ইমরান মাহফুজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক গুলশান আরা বেগম “বাংলা ভাষা ব্যবহারের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি” নিয়ে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এ এফ এম সালাউদ্দিন, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার এবং উপাচার্যের সচিব, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি “তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা” নিয়ে আলোচনা করেন। “সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার ব্যবহার” নিয়ে সর্বশেষ আলোচনা করেন ইমরান মাহফুজ, সম্পাদক, কালের ধ্বনি। কর্মশালার দলভিত্তিক কার্যক্রম, প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।



“প্রমিত বাংলা ভাষা প্রয়োগের সাম্প্রতিক প্রবণতা” শীর্ষক কর্মশালার স্থিরচিত্র

কর্মশালা-৬: “বান্দরবান জেলার বিপন্ন ভাষা পরিকল্পনা: সমস্যা ও করণীয়” শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ৩০শে এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বৃহস্পতিবার বান্দরবান জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে “বান্দরবান জেলার বিপন্ন ভাষা পরিকল্পনা: সমস্যা ও করণীয়” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৫০ (পঞ্চাশ) জন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। কর্মশালার উদ্বোধন করেন অধ্যাপক থানজামা লুসাই, চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, বান্দরবান।

কর্মশালায় “বান্দরবান জেলার বিপন্ন ভাষা পরিকল্পনা: সমস্যা ও করণীয়” শিরোনামে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। প্রথম আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জির কুং সাহ, বম লেখক ও গবেষক। তাঁর আলোচনার শিরোনাম ছিল “বান্দরবান জেলার ভাষা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ।” দ্বিতীয় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুদ্ধজ্যোতি চাকমা, প্রতিনিধি, প্রথম আলো, পুরনো রাজবাজি, উজানীপাড়া, বান্দরবান। তিনি “বান্দরবান জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নে মাতৃভাষার গুরুত্ব” শিরোনামে আলোচনা করেন। কর্মশালার দলভিত্তিক কার্যক্রম, প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।



“বান্দরবান জেলার বিপন্ন ভাষা পরিকল্পনা: সমস্যা ও করণীয়” শীর্ষক কর্মশালার স্থিরচিত্র

কর্মশালা-৭: “প্রমিত বাংলা ভাষা চর্চা: সাম্প্রতিক প্রবণতা” শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১৯শে মে ২০২৬ তারিখ মঙ্গলবার পঞ্চগড় জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে “প্রমিত বাংলা ভাষা চর্চা: সাম্প্রতিক প্রবণতা” শীর্ষক দিনব্যাপী

কর্মশালায় আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৫০ (পঞ্চাশ) জন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রশাসক, জেলা পরিষদ, পঞ্চগড়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অঞ্জন কুমার সরকার, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পঞ্চগড়। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মোসা: শুরিয়া পারভীন, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পঞ্চগড়।

কর্মশালায় “প্রমিত বাংলা ভাষা চর্চা: সাম্প্রতিক প্রবণতা” শিরোনামে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। প্রথম আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মণিশংকর দাশ গুপ্ত, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নীলফামারী সরকারি কলেজ, নীলফামারী। তাঁর আলোচনার শিরোনাম ছিল “বাংলা ভাষা চর্চার গতি প্রকৃতি: সাম্প্রতিক প্রবণতা”। দ্বিতীয় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ এহতেশামুল হক, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ, পঞ্চগড়। তিনি “প্রমিত ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র ও গুরুত্ব” শিরোনামে আলোচনা করেন। কর্মশালায় দলভিত্তিক কার্যক্রম, প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।



“প্রমিত বাংলা ভাষা প্রয়োগের সাম্প্রতিক প্রবণতা” শীর্ষক কর্মশালায় স্থিরচিত্র

কর্মশালা-৮: “ভাষা পরিকল্পনা ও ভাষানীতি” শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১৫ই জুন ২০২৬ তারিখ সোমবার ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে “ভাষা পরিকল্পনা ও ভাষানীতি” শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৬৫ (পয়ষট্টি) জন। উক্ত কর্মশালায় উদ্বোধন ও সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

কর্মশালায় “ভাষা পরিকল্পনা ও ভাষানীতি” শিরোনামে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। প্রথম আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরিফ খান, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সংবিধান বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও লেখক। তিনি “সংবিধানে বাংলা ভাষা: নীতি ও পরিকল্পনা” শিরোনামে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর আলোচনার শিরোনাম ছিল “অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভাষানীতি ও ভাষা পরিকল্পনার গুরুত্ব”। সর্বশেষ “বাংলাদেশে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার তাৎপর্য” শিরোনামে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কর্মশালার দলভিত্তিক কার্যক্রম, প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।



“ভাষা পরিকল্পনা ও ভাষানীতি” শীর্ষক কর্মশালার স্থিরচিত্র

সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে (জুলাই ২০২৫ থেকে জুন ২০২৬ কালসীমায়) নিম্নোক্ত মোট ৫টি (পাঁচ) সেমিনারের (৩টি জাতীয় ও ২টি আন্তর্জাতিক) আয়োজন করা হয়।

জাতীয় সেমিনার-১: “বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনার

২রা সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল “বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা”। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার, মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। “বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা” শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

“বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ গঠনে ভাষার ভূমিকা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মেহেদী হাসান পলাশ, চেয়ারম্যান, সিএইচটি রিসার্চ ফাউন্ডেশন, সম্পাদক, পার্বত্য নিউজ। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধটি আলোচনা করেন অধ্যাপক মোঃ সামিউল হক, ইংরেজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। “বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব” শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক এ্যাংলো মং। এই প্রবন্ধটি আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।



“বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা” শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের স্থিরচিত্র

সেমিনারের শুরুতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব আবুল কালাম স্বাগত বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের শুরুতে সেমিনারে উপস্থিত সবাইকে তিনি স্বাগত জানান।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে তিনি বলেন, ‘মাতৃভাষা প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ধারক ও বাহক। ভাষা শুধুমাত্র একটি যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি জাতীয় পরিচয়, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মূল উপাদান। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা তাদের নিজস্ব জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তি। যদি এই ভাষাগুলি হারিয়ে যায়, তাহলে তাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি হারিয়ে যাবে। তাই মাতৃভাষার শিক্ষা, সাহিত্যচর্চা ও প্রশাসনিক স্বীকৃতি দিয়ে এই পরিচয়গুলো রক্ষা করতে হবে।’

বিশেষ অতিথি মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, তিনি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা এবং এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। একই সাথে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের অধিকার সংরক্ষণে ভাষার যৌক্তিকতা, কৌশল, প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের বেশকিছু সুপারিশ তুলে ধরেন।

জাতীয় সেমিনারের সম্মানিত প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার, তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘ভাষার মাধ্যমে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, কাহিনি, ঐতিহ্য ও রীতিনীতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। যখন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষ তাদের মাতৃভাষায় কথা বলার, লেখার ও শেখার সুযোগ পায়, তখন তার অধিকারের জন্য সংগঠিত হতে পারে এবং রাষ্ট্র ও সমাজে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে পারে।’

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম “বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে ভাষার ভূমিকা” শীর্ষক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তার বক্তব্যে তিনি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার, উন্নয়ন, জনসংখ্যা ও ভাষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ও ভাষা ভিত্তিক চিত্র তুলে ধরেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তিগত পর্যায়ে সকল ভাষার প্রতি মর্যাদা ও সমান অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের কয়েকটি পদক্ষেপ তুলে ধরেন। এছাড়াও সাংস্কৃতিক পরিচয়, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, অসমতা বৈষম্য দূরীকরণ, সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে ভাষার ভূমিকা, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে প্রধান নীতি-কৌশল, বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে ভাষার প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে সুপারিশ ও করণীয় সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন। তিনি আরো বলেন যে, ‘বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য ভাষা একটি প্রধান হাতিয়ার। ভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক চর্চা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সামাজিক স্বীকৃতি সম্ভব। তাই ভাষা সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা একটি সাম্যভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি। মনে রাখতে হবে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও তাদের ভাষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয় বরং সম্পদ। এ ক্ষেত্রে অবহেলা করলে অসমতা তৈরি হবে- সম্ভাবনা হারিয়ে যাবে সত্যিকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেটিই- যা হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সকল ধরনের বিচিত্রতাকে ধারণ করা যাতে কেউ পিছিয়ে না থাকে। সেটিই হবে টেকসই উন্নয়ন।’

মেহেদী হাসান পলাশের প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল “বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ গঠনে ভাষার ভূমিকা”। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘মাতৃভাষার গুরুত্ব বিশ্বে সর্বজনবিদিত হলেও আমরা বাঙালিরা অন্যদের থেকে একটু বেশিই অনুধাবন করতে পারি। বিশ্বে বাঙালিরাই একমাত্র জাতি যারা মাতৃভাষার জন্য দুইবার প্রাণ দিয়েছেন। এ কারণেই মাতৃভাষা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বাঙালিরা মাতৃভাষার তাৎপর্য বুঝি বলেই বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুভব করি।’ এছাড়া তিনি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ গঠনের নিমিত্ত ভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব, চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন যে, ‘বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ আমাদের সম্পদ। নাগরিক হিসেবে আমাদের জাতীয় দায়িত্ব তাদের সুন্দর, নিরাপদ ও উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা করা। এক্ষেত্রে তাদের ভাষার ভূমিকা যেমন অপরিসীম তেমনি ভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও অনস্বীকার্য।’

এ প্রবন্ধের আলোচক ছিলেন অধ্যাপক মো: সামিউল হক। তিনি বলেন, ‘ভাষা হলো মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও সংস্কৃতির প্রধান বাহক। একটি জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ইতিহাস ও পরিচয় ভাষার মধ্য দিয়েই সংরক্ষিত থাকে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, লোকজ জ্ঞান ও সংস্কৃতি। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার চাপে ও মূলধারার প্রভাবের কারণে এ ভাষাগুলো টিকে থাকার সংকটে পড়েছে। অথচ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশ তাদের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।’ তিনি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, ‘প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব সর্বাধিক। গবেষণায় দেখা যায়, শিশু যদি মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করে তবে তার শেখার সক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে, তবে এখনও তা পর্যাপ্ত নয়। মাতৃভাষা শিক্ষার প্রসার ঘটলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিক্ষিত ও দক্ষ হয়ে গড়ে উঠবে’ বলে তিনি মত দেন।

তৃতীয় প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন জনাব এ্যাংলো মং। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল “বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব”। তিনি তার নির্ধারিত বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য বর্ণিত বিষয় সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো গল্প তুলে ধরেন- যেগুলোতে সবই ভাষাগত সীমাবদ্ধতা, সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্যের কারণে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে বা হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেন যে, ‘ভাষা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি শুধু বাঙালি আর পাহাড়িদের মধ্যে হয়েছে তা কিন্তু নয়। পাহাড়ি-পাহাড়ির মধ্যেও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।’ তিনি একই সাথে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় রক্ষাকবচে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে কী উল্লেখ বা লিপিবদ্ধ রয়েছে সে বিষয়গুলোও তার প্রবন্ধে তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, ‘আমরা জানি, মানবাধিকার সনদের মূলনীতি হলো জাতি, ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা প্রভৃতি কারণে কোনো ব্যক্তির প্রতি কোনো বৈষম্য দেখানো যাবে না। কিন্তু আমাদের দেশ নানান

ভাষাভাষীর দেশ হলেও সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা ছাড়া কোনো ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এছাড়া শিশু অধিকার সনদে, এমনকি পাবর্ত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতেও মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু আমাদের নানান সীমাবদ্ধতার মধ্যে ও আইন, নীতিমালা যতদূর অগ্রসর হয়েছে, তার বাস্তবায়ন বা প্রয়োগে তেমনটি দেখা যায় না। মাতৃভাষা শেখানোর আগে স্কুল তো থাকা চাই। কিন্তু দুর্গম অনেক এলাকায় এখনো স্কুলের অভাব বিদ্যমান। ফলে ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষায় যোগাযোগ সঠিক ভাবে করতে পারে না। যে শিশুটি মাতৃভাষায় যোগাযোগ করতে পারবে না, তাকে তার নিজ শেকড়, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এটা গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য যে দুর্গম এলাকায় স্কুল নেই সেসব জায়গায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এবং মাতৃভাষার শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে শিশুর বিকাশের সূচনায় বড়ো ভূমিকা ও অবদান রাখা যেতে পারে। এটা শিশুদের প্রতিদান নয়, এটা তাদের অধিকার। কেননা মাতৃভাষা একজন মানুষের আত্মপরিচয়ের মূল ভিত্তি। আমাদের স্ব স্ব জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে স্ব স্ব সমাজ টিকিয়ে রাখা একান্ত আবশ্যিক। এটা প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে জাতিগত চেতনাবোধ তৈরি করে।’

এ প্রবন্ধটি নিয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, ‘ভাষা হলো একটি সমাজের মূল ভিত্তি। এর সাথে প্রতিটি জাতির সংস্কৃতি সম্পৃক্ত করে এর প্রায়োগিক মাত্রা বাড়িয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারলে সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন সাধিত হবে। এছাড়া এক নৃগোষ্ঠীর ভাষা অন্য নৃগোষ্ঠী জানলে তাদের মধ্যে যোগাযোগের মাত্রা, সামাজিক সহনশীলতা ও সংহতিও বৃদ্ধি পাবে। ভাষা শুধু বড়ো জাতিগোষ্ঠীর নয়, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোরও সমান অধিকার। তাদের ভাষার সংরক্ষণ মানেই মানবাধিকার সংরক্ষণ। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো সকল জনগোষ্ঠীর ভাষাগত অধিকার নিশ্চিত করা। তবেই বাংলাদেশ হবে প্রকৃত অর্থে একটি বহুত্ববাদী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র।’

প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচকদের আলোচনা শেষে একটি প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব সেশন পরিচালিত হয়। প্রশ্নোত্তর পর্বের সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য উৎসাহী অংশগ্রহণকারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

পরিশেষে সেমিনারের সভাপতি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান সমাপনী অধিবেশন পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, ‘সেমিনারে যেসব বিষয় বা পরামর্শগুলো উঠে এসেছে তার একটিও যদি আমরা সরকারের নজরে আনতে পারি তাহলে আমাদের এই সেমিনার আয়োজন সার্থক হবে। তিনি সম্মানিত প্রবন্ধ উপস্থাপক, আলোচক এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেমিনারটি সফল করতে যারা অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রচেষ্টারও তিনি প্রশংসা করেন এবং একই সাথে তিনি তাঁর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জাতীয় সেমিনার-২: “বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে ভাষা সংরক্ষণের ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আয়োজনে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে “বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে ভাষা সংরক্ষণের ভূমিকা” শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮:৩০টা থেকে বিকাল ৪:৩০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে গবেষক, শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মনিরা বেগম। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

সেমিনারের সূচনায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অতিরিক্ত পরিচালক আবুল কালাম, যিনি ভাষা সংরক্ষণের গুরুত্ব ও এর বহুমাত্রিক দিক তুলে ধরেন। বিশেষ অতিথি ড. মনিরা বেগম ভাষা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর বর্তমান অবস্থা ও করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করেন। প্রধান অতিথি ভাষা সংরক্ষণকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং এই উদ্যোগকে আরো জোরদার করার আহ্বান জানান।



“বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে ভাষা সংরক্ষণের ভূমিকা” শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের স্থিরচিত্র

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মনসুর মুসা, যেখানে তিনি বাংলাদেশের বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক বাস্তবতায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি পরিচয়, সামাজিক মর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার ভিত্তি। আধুনিক শিক্ষা, নগরায়ণ ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে অনেক ভাষা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। তিনি মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা, ভাষা নথিভুক্তকরণ, প্রযুক্তির ব্যবহার, কমিউনিটি অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় সহায়তার মাধ্যমে ভাষা সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায় তুলে ধরেন।

প্রথম প্রবন্ধকার মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা ভাষা সংরক্ষণকে মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সাথে যুক্ত করেন। তিনি মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, গবেষণা এবং নীতিগত স্বীকৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আলোচক অধ্যাপক তাহমিনা আখতার ভাষাকে সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সামাজিক সংহতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেন এবং ভাষা সংরক্ষণে বহুমাত্রিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে ড. মশরুর ইমতিয়াজ ভাষা সংরক্ষণে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, বৈশ্বিকীকরণ ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাগুলো ঝুঁকির মুখে রয়েছে। তিনি কম্পিউটেশনাল পদ্ধতি, করপাস ভিত্তিক গবেষণা এবং ডিজিটাল ডকুমেন্টেশনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। আলোচক ড. মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ অংশগ্রহণমূলক গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ এবং কমিউনিটি সম্পৃক্ততার মাধ্যমে ভাষা ডকুমেন্টেশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেন।

তৃতীয় প্রবন্ধে অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভাষার উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভাষার বিলুপ্তি একটি সাংস্কৃতিক জগতের বিলুপ্তির সমান। তিনি ভাষা সংরক্ষণে প্রযুক্তির ব্যবহার, নীতিগত সহায়তা, কমিউনিটি অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। আলোচক ড. মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার প্রবন্ধটির তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত দিকের প্রশংসা করেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীরা সক্রিয়ভাবে আলোচনা করেন। সমাপনী অধিবেশনে সেমিনারের সভাপতি সকল বক্তা ও অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান এবং ভাষা সংরক্ষণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জাতীয় সেমিনার-৩: “অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৃতীয় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব” শীর্ষক সেমিনার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত “অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৃতীয় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব” শীর্ষক জাতীয় সেমিনার ২১শে জুন, ২০২৬ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম, জাতীয় সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তা আবুল কালাম আমাই প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি গবেষণাধর্মী সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান সেটি ২০১০ সালের পর থেকে বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। অতিথিবৃন্দ, আলোচকবৃন্দ, প্রবন্ধকার এবং অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ‘অর্থনৈতিক উন্নয়নে

তৃতীয় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব এমন একটি সময়োপযোগী ও ভবিষ্যৎমুখী বিষয় যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য তৃতীয় ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’ অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, ‘পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভাষা। ভাষার মাধ্যমে মানুষ শুধু কথা বলে না; ভাষার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে, নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে এবং বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে।’ জাতীয় সেমিনারের প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনি ইশতেহারে শিক্ষা বিষয়ক ৪৩টি বিষয় ছিল তার মধ্যে ১৮০ দিনের কর্মসূচিতে ২৯টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে তৃতীয় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব একটি, যার কার্যক্রমের সাথে আমাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তাই আজকের এই সেমিনারটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সময়োপযোগী।



“অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৃতীয় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব” শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের স্থিরচিত্র

“অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৃতীয় ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব” শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মনসুর মুসা, প্রাক্তন পরিচালক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রবন্ধকার বলেন, ‘অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনুন্নত দেশের একটি অনস্বীকার্য চাহিদা। অর্থনীতির সঙ্গে জীবন মান উন্নয়নের প্রশ্নগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেসব দেশ উন্নয়নে পশ্চাদপদ, সে সব দেশকে বলা হয় দরিদ্র দেশ। আফ্রিকা ও এশিয়ার বহুদেশ এখনও দরিদ্র দেশ বলে অবহিত। যখন একটি দেশ দরিদ্র বলে চিহ্নিত হয় তখন দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাদের নানাবিধ কৃৎকৌশল অনুসরণ করতে হয়। আমাদের নির্দেশিত বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৃতীয় ভাষার গুরুত্ব। তৃতীয় ভাষা যেমন শিক্ষার বিষয় তেমন দ্বিতীয় ভাষাও শেখার বিষয়। আর প্রথম ভাষা হচ্ছে অর্জনের বিষয়। সেজন্য ইংরেজিকে বলা হয় প্রথম ভাষা অর্থাৎ First Language Acquisition আর দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় ভাষা হচ্ছে শেখার, ইংরেজিতে Second Language Learning।

মূল প্রবন্ধকার ছাড়াও জাতীয় সেমিনারের প্রবন্ধকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক গুলশান আরা, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিরুর রশিদ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক ইব্রাহিম হোসেন, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলী জিল্লাহ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও উপ-উপাচার্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপক ড. সাখাওয়াৎ আনসারী, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় সেমিনারের সভাপতি আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘ভাষা সংক্রান্ত যত সিদ্ধান্ত সেগুলো আসে ভাষা পরিকল্পনা হতে এবং পরিকল্পনা দুই ধরনের একটি হচ্ছে অবয়ব আর একটি হচ্ছে স্ট্যাটাস বা মর্যাদাসূচক পরিকল্পনা।’ তিনি আরো বলেন, ‘শুধু তৃতীয় ভাষা নিয়েই আমরা কাজ করব না আমাদের দেশেই যে ১৪টি বিপন্ন ভাষা রয়েছে সেগুলো নিয়েও আমাদের কাজ করতে হবে।’ পরিশেষে তিনি বলেন সেমিনারে উপস্থিত ভাষা বিজ্ঞানী, গবেষক, নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি তবেই সম্ভব বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়া এবং একই সাথে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জাতীয় সেমিনারটির সম্বলনায় ছিলেন ড. খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্, উপপরিচালক (প্রশাসন, ইউনেস্কো, প্রচার তথ্য ও জনসংযোগ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (সেমিনার, লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। র‍্যাপোর্টিয়ারের দায়িত্বে ছিলেন সংগীতা রত্ন, সহকারী পরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং নাজনীন সুলতানা, সহকারী পরিচালক (সেমিনার, লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

International Seminar-1: “Cultural Diversity and Language Documentation” Seminar Titled

The International Mother Language Institute (IMLI) held an international seminar titled “Cultural Diversity and Language Documentation” on 25th November 2025.

The seminar was attended by Professor Dr. Wakil Ahmed, Ex Pro-Vice-Chancellor of the University of Dhaka and Ex Vice-Chancellor of BNU, as the Chief Guest. The program was inaugurated by Ms. Rehana Parveen, Secretary of the Secondary and Higher Education Division, Ministry of Education. The keynote paper was presented by Dr. Susan Vize, Head of the UNESCO Dhaka Office. The seminar was chaired by Professor Dr. Mohammad Ashaduzzaman, Director of the International Mother Language Institute.

The welcome address was delivered by Mr. Abul Kalam, Additional Director of the Institute. In his speech, he highlighted the goals and objectives of the Institute and explained the importance of language preservation and research. In her inaugural speech, Ms. Rehana Parveen highlighted the global reality of endangered languages and reiterated Bangladesh's state commitment to mother tongue based education and language preservation.



International Seminar-2025

The Chief Guest Professor Dr. Wakil Ahmed elaborated on the historical background of Bangladesh's multifaceted cultural heritage and linguistic diversity, emphasizing the importance of mutual tolerance and cultural harmony. In the keynote presentation, Dr. Susan Vize provided an in-depth discussion on the interrelationship between cultural diversity and language documentation, the significance of indigenous languages, existing challenges and strategies for their preservation.

Research papers were presented at the seminar by Dr. Ahmedul Kabir, Professor Md. Samyul Haque and Dr. Golam Rabbani. The discussants included David A. Peterson, Professor Ibrahim Hossain, Professor Dr. Zeng Qiong and Professor Dr. Mohammad Ashaduzzaman. The discussions highlighted key issues such as the use of artificial intelligence, endangered language preservation, documentation methodologies, ethical considerations and community based participation.

International Seminar-2: “Language Preservation and Community Empowerment” Seminar Titled

The International Seminar 2026 on the theme “Language Preservation and Community Empowerment” was held on 22 February 2026 at the International Mother Language Institute (IMLI), Dhaka, under the Secondary and Higher Education Division of the Ministry of Education. The seminar brought together national and international scholars, policymakers and experts to explore the role of language preservation in inclusive development and community empowerment.

The program commenced with registration at 8:30 AM, followed by the inaugural session. In his welcome address Mr. Abul Kalam emphasized that language is not merely a tool of communication but also a carrier of cultural identity, collective memory and indigenous knowledge.



International Seminar-2026

The keynote presentation was delivered by Mr. Norihide Furukawa from UNESCO Dhaka Office, who linked language preservation with the Sustainable Development Goals (SDGs). He underscored the effectiveness of mother tongue-based multilingual education in improving learning outcomes, fostering social cohesion and promoting community empowerment. The Chair of the seminar, Professor Dr. Mohammad Ashaduzzaman reaffirmed the Institute’s commitment to linguistic research and emphasized Bangladesh’s responsibility to protect its rich linguistic diversity.

The first paper was presented by Dr. S. M. Arif Mahmud focused on the promotion of linguistic diversity through Mother Tongue–Based Multilingual Education (MTB-MLE). He demonstrated that multilingual education enhances cognitive development, literacy skills and social inclusion while supporting the preservation of minority and indigenous languages. However, he identified several challenges, including inadequate teacher training, lack of learning materials, policy gaps and prevailing sociocultural attitudes. The discussant Dr. Zeng Qiong appreciated the paper’s rights-based approach and highlighted its alignment with global frameworks such as SDG 4 and the International Decade of Indigenous Languages (2022–2032).

The second paper, presented by Dr. Ahmedul Kabir, examined the use of Artificial Intelligence (AI) for language preservation and revitalization. He discussed how technologies such as Natural Language Processing, machine learning and digital archiving can support the documentation and revitalization of endangered languages. While presenting global examples, he also addressed the context of Bangladesh, emphasizing both opportunities and challenges, including limited data, technical constraints, financial barriers and ethical concerns.

The third paper was presented by Professor Md. Samyul Haque focused on the documentation of endangered languages in Bangladesh. He highlighted that language endangerment is closely linked to the decline in intergenerational transmission and shrinking domains of use. He emphasized the urgent need for systematic documentation to preserve linguistic heritage, cultural memory and traditional knowledge. The discussant Professor Ibrahim Hossain stressed the importance of community-centered, technologically supported documentation initiatives, noted ongoing efforts in Bangladesh including digital documentation projects and policy measures.

The seminar concluded with an interactive question-and-answer session, where participants from various universities actively engaged in discussion. In the closing session, the Chair expressed gratitude to all speakers, discussants, participants and emphasized the need for coordinated efforts in language preservation through policy support, community participation and technological innovation.

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইন-হাউজ এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সরকারি/এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রমিত বাংলা ভাষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুলাই-২০২৫ থেকে জুন-২০২৬ অর্থবছরে (ইন-হাউজ এবং ভাষা সংক্রান্ত) মোট ১৩টি (তেরো) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ-১: “সিটিজেন চার্টার” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ৪ঠা আগস্ট ২০২৫ তারিখে “সিটিজেন চার্টার” শীর্ষক দিনব্যাপী একটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৫৮ (আটান্ন) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও “সিটিজেন চার্টার” সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। “সিটিজেন চার্টারের বিষয়বস্তু এবং প্রাতিষ্ঠানিক, অভ্যন্তরীণ ও নাগরিক সেবা” প্রসঙ্গে আলোচনা করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) সাইফুর রহমান খান। “সেবা নিশ্চিতকরণে সিটিজেন চার্টারের ভূমিকা” প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম। “আমাইয়ের সিটিজেন চার্টার” বিষয়ক আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) ড. খিলফাত জাহান যুবাইরাহ। “সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ” প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) শেখ শামীম ইসলাম। “সিটিজেন চার্টারের কার্যকারিতা” বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (গবেষণা) শারমিন জাহান শিমুল।



‘সিটিজেন চার্টার’ শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণ-২: “কম্পিউটার বিষয়ক” শরীক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২১শে আগস্ট ২০২৫ তারিখে “কম্পিউটার বিষয়ক” দিনব্যাপী একটি অভ্যন্তরীণ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের মোট ৩৬ (ছত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও দাপ্তরিক কাজে কম্পিউটার ব্যবহার বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।



“কম্পিউটার বিষয়ক” প্রশিক্ষণের একাংশ

“কম্পিউটার ব্যবহারে দৈনন্দিন কারিগরি সমস্যা ও Hardware/Software জনিত সমস্যার সমাধান এবং ডি-নথি ব্যবস্থাপনা” বিষয়ে আলোচনা করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম এনালিস্ট (আইসিটি) মোহাম্মদ জোবায়ের। “Ms Word এর ব্যবহার-১ এবং Ms Word এর ব্যবহার-২” বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ড. নাজনিন নাহার।



“কম্পিউটার বিষয়ক” প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণ-৩: “প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ২৭শে-২৮শে আগস্ট ২০২৫ তারিখে টাঙ্গাইল জেলার সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য “প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক ২ (দুই) দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৪৮ (আটচল্লিশ) জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শরীফা হক, জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম; মো: শিহাব রায়হান, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, টাঙ্গাইল; মোহাম্মদ আকতার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, কুমুদিনী সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল; মো: সাহাব উদ্দিন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, টাঙ্গাইল। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। উক্ত প্রশিক্ষণে “বিরামচিহ্নের প্রয়োগ” বিষয়ক অধিবেশনে আলোচনা করেন সাবিকুন্নাহার, সহকারী অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ), সরকারি সা’দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল। “বাংলা উচ্চারণসূত্র এবং উচ্চারণরীতি ও প্রয়োগ” বিষয়ক অধিবেশনে আলোচনা করেন বি এম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী। “প্রমিত বানানরীতি ও প্রয়োগ” বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ছায়ানীড়। “প্রমিত ভাষা: শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ” বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। “অনুশীলনপর্ব (উচ্চারণ)” অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম; এবং “অনুশীলনপর্ব (বানান)” অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) শেখ শামীম ইসলাম।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-৪: “দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে উদ্যোগে গত ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সিলেট জেলার ওসমানীনগর উপজেলায় কর্মরত শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের “দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোট ৬০ (ষাট) জন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। প্রশিক্ষণে “প্রমিত ভাষা: শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ” বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। “উচ্চারণরীতি ও প্রয়োগ এবং বাংলা উচ্চারণসূত্র” বিষয়ক আলোচনা করেন বি এম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী। “প্রমিত বানানরীতি ও প্রয়োগ” বিষয়ে আলোচনা করেন সিলেট জেলার ওসমানীনগর উপজেলায় অবস্থিত তাজপুর ডিগ্রি কলেজের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব কমলকুন্ডি চৌধুরী এবং “অনুশীলনপর্ব (উচ্চারণ)” অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) আবুল কালাম।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-৫: “চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ৬ই অক্টোবর ২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য “চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ” শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মোট ৬৩ (তেষাতি) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও চাকরির বিধি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা

করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; “সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ২০১৮” বিষয়ে আলোচনা করেন মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, উপসচিব (প্রশিক্ষণ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; “সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮” বিষয়ে আলোচনা করেন মোঃ শওকত ওসমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ; “সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা” বিষয়ে আলোচনা করেন শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; “তথ্য অধিকার আইন ২০০৯” বিষয়ে আলোচনা করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; এবং “আউটসোর্সিং নীতিমালা ২০২৫” বিষয়ে আলোচনা করেন মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (সেমিনার, লাইব্রেরি ও আর্কাইভ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-৬: “প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ৮ই ও ৯ই অক্টোবর ২০২৫ তারিখে জামালপুর জেলার সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য “প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক ২ (দুই) দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে জামালপুর জেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৪১ (একচল্লিশ) জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাছিনা বেগম, জেলা প্রশাসক, জামালপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ রফিকুল ইসলাম, পিপিএম-সেবা, পুলিশ সুপার, জামালপুর; আফসানা তাসলিম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জামালপুর; মোহাম্মদ আলী আহসান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জামালপুর। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আবুল কালাম,

অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। উক্ত প্রশিক্ষণে ১ম দিন “প্রমিত বানানরীতি” বিষয়ক অধিবেশনে আলোচনা করেন মো: আব্দুল হাই আল হাদী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর; “বাংলা উচ্চারণসূত্র” বিষয়ক ২টি অধিবেশনে আলোচনা করেন বি এম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী; “প্রমিত ভাষা: শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ” বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; “অনুশীলন পর্ব (উচ্চারণ) পরিচালনা ও মূল্যায়ন” অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

উক্ত প্রশিক্ষণের ২য় দিন “শিক্ষাক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার: প্রয়োগিক ভাবনা” বিষয়ক অধিবেশনে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; “প্রমিত বানানরীতি ও প্রয়োগ” বিষয়ে আলোচনা করেন মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (সেমিনার, লাইব্রেরি ও আর্কাইভ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; “উচ্চারণরীতি ও প্রয়োগ” বিষয়ক ২টি অধিবেশনে আলোচনা করেন বি এম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী; “অনুশীলন পর্ব (বানান) পরিচালনা ও মূল্যায়ন” অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-৭: “ডি-নথি ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৯শে অক্টোবর ২০২৫ তারিখে “ডি-নথি ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক দিনব্যাপী একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের মোট ৩৮ (আটত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও দাপ্তরিক কাজে ডি-নথির ব্যবহার বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। “ডি-নথি সিস্টেম পরিচিতি, সিস্টেমে লগইন প্রক্রিয়া, প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন আইকন পরিচিতি, ডাক আপলোড, খসড়া ডাক সংরক্ষণ, ডাক প্রেরণ, প্রেরিত ডাক দেখা, আগত ডাক দেখা, ডাকে সিদ্ধান্ত দেওয়া, ডাক নিষ্পত্তি করা ও ডাক মেন্যুর বিস্তারিত আলোচনা” বিষয়ে ২টি অধিবেশনে বিশদ আলোচনা করেন সৈয়দ মাহফুজ মাহমুদ ইশতিয়াক আহমেদ, উপজেলা আইসিটি অফিসার (সহকারী প্রোগ্রামার), উপজেলা আইসিটি কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি। “সরকারি দপ্তরে নথিপত্র ব্যবস্থাপনা” বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; “সরকারি দপ্তরে বিভিন্ন প্রকার পত্রাদির বিবরণ ও কার্যপদ্ধতি” বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং “সমাপনী বক্তব্য” প্রদান করেন মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-৮: “গবেষণা পদ্ধতি” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১০ই ও ১১ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য “গবেষণা পদ্ধতি” শীর্ষক ২ (দুই) দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক

মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২০ (বিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের ১ম দিন “গবেষণা পদ্ধতি” সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; “সামাজিক গবেষণার প্রপঞ্চসমূহ” বিষয়ে আলোচনা করেন ড. মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দীন ভূঁইয়া, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; “গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ” বিষয়ে আলোচনা করেন ড. কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; “এথনোগ্রাফিক গবেষণার ধরন ও কৌশল” বিষয়ে আলোচনা করেন ড. এসএম আরিফ মাহমুদ, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশিক্ষণের ২য় দিন “উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল” বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; “গবেষণা প্রস্তাব/প্রতিবেদন লেখার কৌশল” বিষয়ে ২টি সেশনে আলোচনা করেন জনাব তাহমিনা আক্তার, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; “গবেষণা পদ্ধতির ধরন, প্রকারভেদ” বিষয়ে ২টি সেশনে আলোচনা করেন ড. মো. রবিউল ইসলাম, অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-৯: “দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে উদ্যোগে গত ২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের “দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক ২ (দুই) দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মোট ৫২ (বায়ান্ন) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের

পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। প্রশিক্ষণে ১ম দিন “প্রমিত বানানরীতি” বিষয়ে ২টি সেশনে আলোচনা করেন গুলশান আরা, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; “বাংলা উচ্চারণসূত্র” বিষয়ক ২টি অধিবেশনে আলোচনা করেন বি এম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, অদ্রি; “অফিসে প্রমিত ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা” বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; “অনুশীলন পর্ব (উচ্চারণ) পরিচালনা ও মূল্যায়ন” সেশনটি পরিচালনা করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

প্রশিক্ষণের ২য় দিন “অফিসে প্রমিত ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা” বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; “প্রমিত বানানরীতি ও প্রয়োগ” বিষয়ে ২টি অধিবেশনে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; “উচ্চারণরীতি ও প্রয়োগ” বিষয়ক ২টি অধিবেশনে আলোচনা করেন বি এম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, অদ্রি; “অনুশীলন পর্ব (বানান) পরিচালনা ও মূল্যায়ন” সেশনটি পরিচালনা করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-১০: “প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১৫ই ও ১৬ই এপ্রিল ২০২৬ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য “প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক ২ (দুই) দিনব্যাপী একটি

প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ঢাকা জেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৪১ (একচল্লিশ) জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Dong youchen, Professor, Beijing foreign studies University। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। উক্ত প্রশিক্ষণে ১ম দিন “প্রমিত ভাষা: শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ” বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন গুলশান আরা, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; “প্রমিত ভাষা: ব্যবহারের গুরুত্ব” বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; “বাংলা উচ্চারণসূত্র” বিষয়ক ২টি অধিবেশন পরিচালনা করেন বি এম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী; “অনুশীলন পর্ব (উচ্চারণ) পরিচালনা ও মূল্যায়ন” অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), এবং শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

উক্ত প্রশিক্ষণে ২য় দিন “শিক্ষাক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার: প্রায়োগিক ভাবনা” বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন গুলশান আরা, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; “প্রমিত বানানরীতি ও প্রয়োগ” বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; “উচ্চারণরীতি ও প্রয়োগ” বিষয়ক ২টি অধিবেশন পরিচালনা করেন জনাব বি এম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী; “অনুশীলন পর্ব (বানান) পরিচালনা ও মূল্যায়ন” অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-১১: “শিক্ষাক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ২০শে ও ২১শে এপ্রিল ২০২৬ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে সরকারি/এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য “শিক্ষাক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার” শীর্ষক ২ (দুই) দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ঢাকা জেলার বিভিন্ন সরকারি/এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ৪০ (চল্লিশ) জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণে ১ম দিন “প্রমিত ভাষা: ব্যবহারের গুরুত্ব” বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; “বাংলা উচ্চারণসূত্র”

বিষয়ক ২টি অধিবেশন পরিচালনা করেন বি এম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী; “প্রমিত ভাষা: শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ” বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন গুলশান আরা, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; “অনুশীলন পর্ব (উচ্চারণ) পরিচালনা ও মূল্যায়ন” অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

উক্ত প্রশিক্ষণে ২য় দিন “শিক্ষাক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার: প্রয়োগিক ভাবনা” বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন গুলশান আরা, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; “প্রমিত বানানরীতি ও প্রয়োগ” বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; “উচ্চারণরীতি ও প্রয়োগ” বিষয়ক ২টি অধিবেশন পরিচালনা করেন বি এম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী; “অনুশীলন পর্ব (বানান) পরিচালনা ও মূল্যায়ন” অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-১২: “প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ২০শে ও ২১শে মে ২০২৬ তারিখ জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষ যশোরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য “প্রাথমিক শিক্ষায় প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ” শীর্ষক ২ (দুই) দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে যশোর জেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৪০ (চল্লিশ) জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ রফিকুল ইসলাম, পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, যশোর; বিশেষ অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দেলোয়ার হোসেন খান খোকন, প্রশাসক, জেলা পরিষদ, যশোর; এস. এম. শাহীন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, যশোর; খান মাসুম বিল্লাহ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর; স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। উক্ত প্রশিক্ষণে ১ম দিন “প্রমিত ভাষা: শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ” বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন ড. মোঃ মনজুর রহমান, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; “প্রমিত ভাষা: ব্যবহারের গুরুত্ব” বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; “বাংলা উচ্চারণসূত্র” বিষয়ক ২টি অধিবেশন পরিচালনা করেন বি এম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী; “অনুশীলন পর্ব (উচ্চারণ) পরিচালনা ও মূল্যায়ন” অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

উক্ত প্রশিক্ষণে ২য় দিন “প্রমিত ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র” বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন মোঃ শরিফুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি নুরননাহার মহিলা কলেজ, বিনাইদহ ও এমফিল গবেষক, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; “প্রমিত বানানরীতি ও প্রয়োগ” বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; “উচ্চারণরীতি ও প্রয়োগ” বিষয়ক ২টি অধিবেশন পরিচালনা করেন বি এম হারিস, বাংলা প্রমিত উচ্চারণ প্রশিক্ষক, গবেষক, লেখক ও বাচিক শিল্পী; “অনুশীলন পর্ব (বানান) পরিচালনা ও মূল্যায়ন” অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) এবং শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-১৩: “চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ৪ঠা জুন ২০২৬ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য “চাকরির বিধি বিধান ও দাপ্তরিক আচরণ” শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মোট ৬০ (ষাট) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও চাকরির বিধি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; “সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ২০১৮” বিষয়ে আলোচনা করেন শাহিনা পারভীন, উপসচিব (উন্নয়ন-৪), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; “আউটসোর্সিং নীতিমালা ২০২৫” বিষয়ে আলোচনা করেন মো: আ: কুদদুস, উপসচিব (সরকারি কলেজ-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; “সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮” বিষয়ে আলোচনা করেন মো: শওকত ওসমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ; “তথ্য অধিকার আইন ২০০৯” বিষয়ে আলোচনা করেন আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; এবং “সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা” বিষয়ে আলোচনা করেন শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।



প্রশিক্ষণ চলাকালীন একাংশের ছবি

আমাই গ্রন্থাগার সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)

গ্রন্থাগার মানবসভ্যতার জ্ঞান ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। প্রাচীনকাল থেকেই এটি শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে। বিভিন্ন যুগের মূল্যবান পাণ্ডুলিপি, বই ও ঐতিহাসিক দলিল গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত থাকায় অতীতের ইতিহাস ও

ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থাগার এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে জ্ঞান পৌছে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি শিক্ষার প্রসার, গবেষণার উন্নয়ন এবং সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থাগার মানবসভ্যতার জ্ঞানভান্ডার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রক্ষক হিসেবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের সকল মাতৃভাষার বিকাশ, সংরক্ষণ, বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাকে জীবিত রাখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা, প্রকাশনাসহ বিশ্বের সকল মাতৃভাষার বিকাশ, সংরক্ষণ, বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাকে জীবিত রাখার কাজে সহযোগিতা প্রদানের জন্য এই বিশেষায়িত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠকশ্রেণিকে সেবা প্রদান করে আসছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত। এ গ্রন্থাগার রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা পর্যন্ত পাঠকের জন্য খোলা রাখা হয়।



গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষের চিত্র

এই লাইব্রেরিতে উল্লেখযোগ্য কিছু সুবিধা প্রদান করা হয়। সেগুলো হলো:

১. **পড়ার সুবিধা:** লাইব্রেরিতে একটি সুবিন্যস্ত, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও আরামদায়ক পাঠকক্ষ রয়েছে যেখানে পাঠকরা বসে পড়াশোনা করতে পারেন। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেক মূল্যবান বই রয়েছে। প্রশস্ত পাঠকক্ষের পাশাপাশি একটি তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স বিভাগ চালু করা হয়েছে। এতে অনেক মূল্যবান ও দুস্তপ্রাপ্য বিশ্বকোষ, অভিধান, মানচিত্রাবলি (অ্যাটলাস) এবং অন্যান্য তথ্যসূত্রমূলক বই রয়েছে। এছাড়া লেখাপড়ার জন্য শান্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে ৩০ জন পাঠকের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি পৃথক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পাঠকক্ষ রয়েছে।

২. তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স সুবিধা: শিক্ষা, গবেষণা ও দাপ্তরিক প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য এখানে একটি বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ থেকে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স সুবিধা প্রদান করা হয়। এই বিভাগে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন মূল্যবান ও দুস্প্রাপ্য সংগ্রহ রয়েছে, যেমন: এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশনা, বিশ্বকোষ, বাংলাপিডিয়া, অভিধান, মানচিত্রাবলি এবং অন্যান্য তথ্যসূত্রমূলক বই।
৩. ফটোকপি সুবিধা: আমাই লাইব্রেরির নিবন্ধিত সদস্যদের জন্য ফটোকপি সেবা প্রদান করে। গবেষণার প্রয়োজনে বইয়ের নির্বাচিত অংশের ফটোকপি নির্ধারিত ফি প্রদানের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়।
৪. ইন্টারনেট অনুসন্ধান ও ই-মেইল ব্রাউজিং সুবিধা: আমাই লাইব্রেরিতে পাঠকদের জন্য ওয়াই-ফাই ও ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে।
৫. বই ধার নেওয়ার সুবিধা: শুধুমাত্র নিবন্ধিত গবেষকরা লাইব্রেরি থেকে বই ধার নিতে পারেন। তবে কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে অন্যরা এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।
৬. সাইবার কর্নার: আমাই লাইব্রেরিতে একটি সাইবার কর্নার রয়েছে। সকল পাঠক ও গবেষক তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী এই কর্নারটি ব্যবহার করতে পারেন।



আমাই গ্রন্থাগারে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের স্থিরচিত্র

পাঠকদের ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারটিতে ৪টি কম্পিউটার রয়েছে এবং পাঠকক্ষে পড়ার জন্য একটি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের এই গ্রন্থাগারে ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান, দর্শন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি (প্রায়োগিক বিজ্ঞান), চারুকলা, সাহিত্য, সাধারণ ভূগোল, জীবনী ও ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় ১৪,৭৫০টি বই সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়াও সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আরো ২৪৬টি বই ক্রয় করা হয়েছে।



একদল শিক্ষার্থীর আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শনের স্থিরচিত্র

১লা জুলাই ২০২৫ থেকে ৩০শে জুন ২০২৬ পর্যন্ত মোট ৭৯০ জন পাঠক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন এবং ২৯ জন শিক্ষক ও গবেষকগণ বিভিন্ন মেয়াদে গ্রন্থ ইস্যু করেছেন।

বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগারে আগত গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা তাদের মূল্যবান মতামত লিখেছেন। নিম্নে কয়েকটি মতামত উল্লেখ করা হলো:

২১শে জুলাই ২০২৫: মোঃ পারভেজ সরদার, ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচার, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা জানিয়ে আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, “আমাদের দেশের অনেক প্রতিকূলতার ভিতরেও ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজ অনেক প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি এর কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাবে।”

১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৫: মোঃ নাজমুল হুদা, অধ্যাপক, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা তিনি বলেন, “লাইব্রেরির পরিবেশ খুব মনোরম এবং লাইব্রেরির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যবহার খুব আন্তরিক।”

৩০শে অক্টোবর ২০২৫: মোঃ কামরুজ্জামান কবির, সাব রেজিস্ট্রার, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ তিনি পরিদর্শন করে আমাই গ্রন্থাগার সম্পর্কের তার মনে হয়েছে, “ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন অমূল্য সংগ্রহের বইপত্র, সাময়িকীসহ বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন ভাষার সংগ্রহ এইখানে বিদ্যমান যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট বর্তমান প্রজন্মের যোগসূত্র হিসেবে মূল্যবান ভূমিকা রাখবে।”

৮ই ডিসেম্বর ২০২৫: জনাব ইয়াহিয়া জিসান, প্রভাষক (ইতিহাস) উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা, আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে বলেন, “ইতিহাসের নগন্য ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে এ গ্রন্থাগার আমাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে বিশ্বাস করি। তবে পরামর্শ হলো- গ্রন্থাগারটিতে এমন আরো কিছু গ্রন্থ যুক্ত করা, যা নতুন প্রজন্মকে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানকে সত্যাসত্যভাবে আরও বেশি তুলে ধরবে। কৃতজ্ঞতা।”

১১ই মার্চ ২০২৬: তারিখে গ্রন্থাগারে আসেন প্রফেসর ড. রওশন জাহিদ, ফোকলোর অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি মন্তব্য লিখেন, “আমাই গ্রন্থাগারে এসে আমি চমৎকৃত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ গবেষকগণের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে করি। গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহায়তা অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ যা গবেষক ও পাঠকগণকে বারবার এই গ্রন্থাগারে আসতে উৎসাহিত করবে বলে মনে করি।”

১২ই মার্চ ২০২৬: মোঃ আল-আমিন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে তিনি মন্তব্য করেন, “জ্ঞানের নানা শাখার গ্রন্থের এই সুবিন্যস্ত ও সমৃদ্ধ সংগ্রহ দেখে মুগ্ধ হলাম।”

১১ই মে ২০২৬: হাসনাদাদ খান স্বচ্ছ, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য বইয়ে লিখেন, “আমাইয়ের অন্যতম একটা সেকশন হলো এর গ্রন্থাগার। এত সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ। ভাষা ইনস্টিটিউট হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারাকে সমমর্যাদায় বহন করে চলেছে এই গ্রন্থাগার। Computer science, Natural science, Philosophy, Psychology, Theology, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসসহ বিভিন্ন শ্রেণির বই এখানে রয়েছে। আশা করছি, জ্ঞান চর্চায় এই গ্রন্থাগারের অবদান বহমান থাকবে।”

২০শে মে ২০২৬: জনাব মিজানুর রহমান, শিবরাম স্কুল এ্যান্ড কলেজ, রংপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, রংপুর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে লিখেন, “আমাই গ্রন্থাগার অনেক চমৎকার একটি গ্রন্থাগার। আমার খুব ভালো লেগেছে, বিশেষ করে যারা দায়িত্বরত সবাই আন্তরিকতার মাধ্যমে ঘুরে ঘুরে দেখালেন।”

২৩শে জুন ২০২৬: মো: নিয়াজ আলমগীর, সহকারী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, “আমাই গ্রন্থাগার অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার, যেখানে ভাষা বিষয়ক রেফারেন্স বইসহ বহু দুর্লভ গ্রন্থ সংরক্ষিত রয়েছে। এই গ্রন্থাগার থেকে ভাষা বিষয়ক অনেক গবেষণায় সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। এছাড়াও এই গ্রন্থাগার গবেষকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে। আমি এই গ্রন্থাগারের সার্বিক সফলতা কামনা করি।”

বর্তমান সরকারের রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা রূপরেখা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গবেষণার গুরুত্ব বৃদ্ধি, জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা, জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এসবের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা (বার্ষিক) ২০২৬-২০২৭ গ্রহণ করা হয়েছে। আমাই গ্রন্থাগারকে ডিজিটাল গ্রন্থাগারে রূপান্তর, পাঠ কক্ষের সৌন্দর্যবর্ধন ও জায়গা সম্প্রসারণ, গ্রন্থাগারের সংগ্রহ বৃদ্ধি এবং সংগৃহীত সামগ্রীর ক্যাটালগ তৈরি করাসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভাষা জাদুঘর সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)

পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণ, সুরক্ষা, গবেষণা, নথিভুক্ত করা ও ভাষাগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই একটি কর্মোদ্যোগ হচ্ছে ভাষা জাদুঘর। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর সাধারণত রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৯.৩০মি. থেকে বিকাল ৩.৩০মি. পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শনার্থীর জন্য উন্মুক্ত থাকে। উক্ত সময়ের মধ্যে যে কোনো দর্শনার্থী এ জাদুঘরটি পরিদর্শন করতে পারেন।

১লা জুলাই ২০২৫ হতে ৩০শে জুন ২০২৬ পর্যন্ত সর্বমোট ১৮৫০ জন দর্শনার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। ভাষা জাদুঘর পরিদর্শনের পর দর্শনার্থীগণ জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ‘মন্তব্য’ বইতে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এ সকল মন্তব্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু মন্তব্য উপস্থাপন করা হলো-

- ৯ই জুলাই ২০২৫: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক শামসুন্নাহার ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “আমরা খুবই অভিভূত হয়েছি। বিভিন্ন দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি আমাদের মুগ্ধ করেছে।”



ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে আগত ৫৩ জন শিক্ষার্থীর
সাথে আমাইয়ের কর্মকর্তাগণ

- ২১শে জুলাই ২০২৫: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, মোঃ সামি ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “ভাষা ও বর্ণ সম্পর্কে অনেক নতুন বিষয় জানতে পারলাম এছাড়া এখানকার সকলের সঙ্গে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ তৈরি হয়েছে যা প্রয়োজনীয়।”



আমাইয়ের পরিচালকের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত ২২ জন শিক্ষার্থী

- ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৫: মার্শাল হুসাইন, সদস্য, Mother Language Society USA, 17019 rocky ridge Rd. Austin- Tx. ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “Beautiful!!!”



Mother Language Lovers of the world Society-এর সাথে পরিচালকসহ আমাইয়ের কর্মকর্তাগণ

- ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৫: মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট, Mother Language Lovers of the world Society, Canada ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “Come to see IMLI to promote the commonwealth Declaration on IMLI during the CHOGM (The Commonwealth Heads of Government Meeting)” 2026 in Antigua and Barbuda.”

- ২২শে অক্টোবর ২০২৫: ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ২০০ জন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তাদের পক্ষ থেকে একজন শিক্ষার্থী আফিফা ফেরদৌস ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আমাদেরকে মাতৃভাষা সম্পর্কে দিয়েছে অমূল্য জ্ঞান, যা আমাদের মাতৃভাষার প্রতি টান সৃষ্টি করে।”



ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ২০০ জন শিক্ষার্থীর একাংশের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

- ১লা নভেম্বর ২০২৫: Spectrum International School, 41/1 Shantinagar dhaka থেকে ৪৫০ জন শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন শিক্ষক ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন শিক্ষার্থী আশরাফ শুভ পরিদর্শন শেষে ভাষা জাদুঘর নিয়ে মন্তব্য করেন “পুরো পৃথিবীর ভাষা সংস্কৃতির এক অনবদ্য তথ্যভান্ডার।”



Spectrum International School থেকে শিক্ষার্থীদের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

- **১১ই নভেম্বর ২০২৫:** জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে ২০৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ২০ জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মোঃ শফিকুল ইসলাম পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “মাতৃভাষার প্রতি সহমর্মিতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা বহুগুণে বেড়ে গেলো। পাশাপাশি অন্য ভাষা সম্পর্কে জানলাম।”



জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে ২০৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

- **১৫ই ডিসেম্বর ২০২৫:** World wide Writer's Association-Gi President Mahmmd Shamsul Huq Babu ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “অনেক ভালো লেগেছে। অজানা অনেক বিষয় জানতে পারলাম। এটি একটি শিক্ষণীয় জাদুঘর হয়ে থাকবে।”



World wide Writer's Association-Gi President Mahmmd Shamsul Huq Babu ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে তাঁর অনুভূতি লিপিবদ্ধ করছেন

- ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৪: সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “ভাষার জাদুঘর দেখে ভালো অনুভব হলো। আরও ভালো হতো এখানে যদি এভিডেন্স, রেকর্ড, আরও বেশি সংযোজিত হতো। বাংলাদেশের যে ভাষাগুলো বিলুপ্ত প্রায় অবস্থায় সেগুলোর স্থান করে দিলে ভালো হয়।”



সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে তাঁর অনুভূতি লিপিবদ্ধ করছেন

- ১৫ই জানুয়ারি ২০২৬: জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ সামসউদ্দীন ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “আবারো এলাম। লিভিং ভাষা সংক্রান্ত চমকপ্রদ তথ্য জেনে চমৎকৃত হলাম। পাপুয়া নিউগিনিতে ৮৪০টি ভাষা কিন্তু কোরিয়াতে মাত্র ০১টি ভাষা আছে। বাংলাদেশে ৪২টি ভাষা আছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘরে এসে জানতে পারলাম। জাদুঘরটি আমাদের জাতীয় গর্ব।”



জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ সামসউদ্দীন ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে তাঁর অনুভূতি লিপিবদ্ধ করছেন

- ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০২৬: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. ওয়াকিল আহমদ ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইতে মন্তব্য করেন, “আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘরটি তথ্য বহুল। আরো বেশি বেশি প্রচার দরকার।”



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক গবেষক ও শিক্ষাবিদ ড. ওয়াকিল আহমদ
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘরটি পরিদর্শন করেন

- ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬: ঢাকা নটর ডেম কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সুহদ পাল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতার ২০২৬-এর চূড়ান্ত পর্ব শেষে ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “মিউজিয়ামের সংগৃহীত প্রতিটি দেশের তথ্য বিশ্বকে জানতে সহায়তা করে।”



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতার ২০২৬-এর
চূড়ান্ত পর্বে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

- ২২শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬: আজিমপুর গং গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের কয়েক জন শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ভাষা মেলা পরিদর্শন শেষে ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তাদের মধ্য থেকে একজন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন “মিউজিয়ামটি ঘুরে আমরা অনেক ধরনের ভাষার সাথে পরিচিত হলাম।”



আজিমপুর গং গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের কয়েক জন শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

- ৯ই মার্চ ২০২৬: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী Suhail Mahdin ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “Nice place to Know about language.”



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের কয়েক জন শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

- ৯ই এপ্রিল ২০২৬: ঢাকা মোহাম্মদপুরের গাউছিয়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুফতি মুহাম্মদ এজহারুল হক ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “মানুষের মনের ভাব প্রকাশে ভাষার বিকল্প নেই। ভাষার ইতিহাস সমৃদ্ধি জানার ক্ষেত্রে এই ইনস্টিটিউট চমৎকার ভূমিকা রেখেছে।”



ঢাকা মোহাম্মদপুরের গাউছিয়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুফতি মুহাম্মদ এজহারুল হক
ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে

- ১৫ই এপ্রিল ২০২৬: প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থী ঢাকা কেরানীগঞ্জের হিজলা সরকারি প্রাথমিক এ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মায়া বড়ুয়া ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “চমৎকার সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষার নাম সংস্কৃতি ও মানচিত্র সম্বন্ধিত সুন্দর বর্ণনা আছে এখানে। সচিত্র ও বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে বিভিন্ন দেশ ও ভাষা নিয়ে।”



হিজলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মায়া বড়ুয়া কয়েক জন শিক্ষকসহ
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘরটি পরিদর্শন করেন

- ২২শে জুন ২০২৬: জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪০ জন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে সরকারি বাঙলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক আওলাদ হোসেন সরকার মন্তব্য করেন, “The language Museum is an amazing archive. Everyone should visit it at least one in lifetime.”



জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

- ২৩শে জুন ২০২৬: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ৩৫ জন শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন তাদের মধ্যে থেকে ওমর ফারুক



জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ৩৫ জন শিক্ষার্থী
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

নামে একজন শিক্ষার্থী পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের ভাষা গবেষণার জন্য এক অনন্য সম্পদ। দেশীয় ভাষাসমূহ ও আন্তর্জাতিক ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও ব্যবহারে এই ইনস্টিটিউটের অবদান অনস্বীকার্য। আশা করি পৃথিবীর বিলীন ভাষাসমূহ সংরক্ষণে এই ইনস্টিটিউট আরও অবদান রাখবো।”

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভস সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার আদি লিখনরীতি ও লিখন বৈচিত্র্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠান। যেটি ২০১০ সালে বিশ্বের সকল মাতৃভাষার বিকাশ, সংরক্ষণ এবং বিপন্ন ও বিপন্নপ্রায় ভাষার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার লিপি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ স্থাপিত হয়। এটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সপ্তম তলার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভে সংরক্ষিত রয়েছে বিশ্বের ১৫৪টি ভাষার আদি লিখনরীতি ও লিখন বৈচিত্র্য (বর্ণমালা, লিখনশৈলী, শিলালিপি, চারুলিপি ইত্যাদি)। বাংলা বর্ণমালা ক্রমানুসারে সংরক্ষিত রয়েছে এবং প্রদর্শনকৃত ডিসপ্লে স্লাইডসমূহে বিভিন্ন ভাষার লিখনরীতির উদ্ভব, জীবনকাল ও ভৌগোলিক বিস্তরণ বিষয়ক পাদটীকা সন্নিবেশিত আছে। এই আর্কাইভে সংরক্ষিত রয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের হস্তলিপির নমুনা, বাংলাভাষার আদি নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ এবং হাতে লেখা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিলিপি। এছাড়া বিভিন্ন ভাষার লিপি, চারুলিপি এবং কবচ লিপিসহ বিভিন্ন সময়ের দেওয়াল লিখনের বর্ণনা রয়েছে। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ সরকারি ছুটির দিন ছাড়া সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯:৩০টা থেকে বিকাল ৩:৩০টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে।



বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ

জুলাই ২০২৫ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালে মোট ৯৯২ জন দর্শনার্থী বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন করেছেন। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শনকারী দর্শনার্থীরা পরিদর্শন

বইয়ে বিভিন্নভাবে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। নিম্নে দর্শনার্থীদের কিছু মতামত পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হলো:



বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ

World studies Encyclopedia এর সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে লিখেছেন, “ভাষা একটি কথা শিল্প। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার অপূর্ব নান্দনিক নকশা দৃশ্যমান। এই আর্কাইভ বিশ্বের অমূল্য সম্পদ। ভাষা আর্কাইভের তথ্যমালা সম্বলিত একটি বিশ্বকোষ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।”

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আজাদ খান বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মতামত প্রকাশ করেন, “অত্যন্ত চমৎকার এবং দুর্লভ সংগ্রহ। যা প্রতিটি ভাষার বর্ণ-বর্ণমালাসহ চিন্তা পদ্ধতি ও সংস্কৃতিকে ধারণ করছে। সংগ্রহ শালাটি আরও সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠুক একান্তভাবে কামনা করছি।”

স্থপতি উজ্জ্বল সিংহা বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, “Nicely organized and decorated environment. I think resourceful knowledge is provided there. I wish all the best for the institute and Archive.”

ভাষা নথিবদ্ধকরণ সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক এপ্রিল-জুন ২০২৬ ত্রৈমাসিকে গত ১১ই জুন থেকে ১৪ই জুন ২০২৬ পর্যন্ত ৪ (চার) দিনব্যাপী আমাই কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি গবেষকদল বান্দরবান জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করেন এবং “খুমী” ভাষা নথিবদ্ধকরণের জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেন।



বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার অংতং পাড়াতে “খুমী” পরিবারের সঙ্গে আমাই গবেষক দল



“খুমী” ভাষা নথিকরণের সময় স্থানীয়দের সাথে আলোচনা

প্রশাসন শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)

জনবল নিয়োগ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ১৩-২০ খেডের (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) ৬টি (ছয়) ক্যাটাগোরির ৬টি (ছয়) শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে ০৬ই আগস্ট ২০২৫ তারিখে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০০০.০৬১.১১.০০০২.১৯.৫৩২ সংখ্যক স্মারক পত্রের মাধ্যমে ৬টি (ছয়) শূন্য পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করে।

আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে জনবল নিয়োগ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানের নিমিত্ত ৯টি (নয়) ক্যাটেগরির ১৪টি (চৌদ্দ) পদে সেবা ক্রয়ের সম্মতি প্রদানের প্রস্তাব গত ৩রা সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সম্মতি পাওয়া গেলে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ১৪টি (চৌদ্দ) পদে সেবা ক্রয় করা হবে।

পদসৃজন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে ২৯টি (উনত্রিশ) পদ সৃজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক ৯ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৯শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে একটি সভা সম্পন্ন হয়েছে।

আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে সেবা ক্রয়

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানের নিমিত্ত ৯টি (নয়) ক্যাটেগরির ১৪টি (চৌদ্দ) পদে সেবা ক্রয়ের সম্মতি প্রদানের প্রস্তাবের উপর মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ১৪ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড কমিটি গঠন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড সৃষ্টভাবে পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। গত ২রা সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ৩৭.০০.০০০০.০০০.০৬১.০৬.০০১১.১৮.৪৯৩ সংখ্যক স্মারক পত্রের মাধ্যমে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড আয়োজন সংক্রান্ত কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। গঠিত কমিটির ১ম সভা গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড আয়োজন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতা দেশের ১০টি অঞ্চলে আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫টি (পাঁচ) অঞ্চলে কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি অঞ্চলসমূহে কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড-২০২৬

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড-২০২৬ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রতিযোগিতার অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম গত ১লা নভেম্বর ২০২৫ তারিখে সিলেটের সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ধারাবাহিক আয়োজন শেষে গত ২৪শে জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

এ বছর সারাদেশের মোট ১০টি (দশ) অঞ্চল- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লায় লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি অঞ্চল থেকে ক-ক্যাটেগরিতে ১০ (দশ) জন করে মোট ১০০ (একশো) জন এবং খ-ক্যাটেগরিতে ১০ (দশ) জন করে মোট ১০০ (একশো) জন শিক্ষার্থী চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয়।

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড-২০২৬ এর চূড়ান্ত পর্ব গত ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সারাদেশ থেকে ক ও খ-উভয় ক্যাটেগরিতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে উভয় ক্যাটেগরি থেকে মোট ৬ জন শিক্ষার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

ক-ক্যাটেগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন যথাক্রমে সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী কে. এম. খালিদ সাইফুল্লাহ, সোনাইচন্ডি হাই স্কুল, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী মোসা: সুমাইয়া আক্তার জুই এবং সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাফওয়ান ইসলাম ইয়াফি।

অপরদিকে খ-ক্যাটেগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন যথাক্রমে নটরডেম কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী জুনায়েদ লাবিব আল ওয়াসী, একই কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মোহাম্মদ ইবনে জাহাঙ্গীর এবং সুহৃদ পাল।



লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের সনদ প্রদান করেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

বিজয়ী শিক্ষার্থীরা ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আয়োজনে অনুষ্ঠিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড ২০২৬-এর সফল সমাপ্তি হয়।



লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের সঙ্গে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে কমিটি গঠন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আহ্বায়ক কমিটি ও উপকমিটিসমূহ গঠনের প্রস্তাব গত ২১শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদযাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আহ্বায়ক কমিটি ও উপকমিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিটিসমূহের ১ম সভা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজনের জন্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির আলোকে প্রাপ্ত দরপত্র প্রস্তাব মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান।

জুলাই শহিদ দিবস ২০২৫ উদযাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৬ই জুলাই ২০২৫ তারিখ ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে ‘জুলাই শহিদ দিবস’ উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় বক্তারা উল্লেখ করেন যে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন হয়, সেটি জুলাই বিপ্লব হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ আন্দোলন সারা দেশের শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল। সরকার জুলাই বিপ্লবকে ‘জুলাই শহিদ দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে। এছাড়াও আলোচনা সভায় জুলাই অভ্যুত্থানের তাৎপর্য এবং আন্দোলনে শহিদদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয় এবং আন্দোলনে শহিদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়ার আয়োজন করা হয়।



আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদযাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৬ উদযাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আন ম এছানুল হক মিলন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি থেকে ৪ (চার) দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন।



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, ভাষা শহিদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ১ (এক) মিনিট নীরবতা পালন এবং একুশের গান পরিবেশনাসহ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস শীর্ষক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর মাননীয় মন্ত্রী এ বছরের লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের মধ্যে

পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, যে ভাষায় আমরা স্বপ্ন দেখি, যে ভাষায় আমরা কথা বলি, যে ভাষায় আমরা ভবিষ্যৎ চিন্তা করি সেই ভাষাকে গুরুত্ব দিতেই হবে, তার বিকল্প নেই। তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, যে দায়িত্ব নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সে দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানকে পালন করতেই হবে। তিনি এ বিষয়ে ইউনেস্কোর সহযোগিতা কামনা করেন।



ভাষা শহিদ ও বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ০১ (এক) মিনিট নীরবতা পালন

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষতি বিবেচনায় সরকারিভাবে চিহ্নিত বিপন্ন ভাষাগুলোর মধ্যে ৭টি (সাত) ভাষার ডকুমেন্টেশনের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভাষাগুলোও সংরক্ষণ করা হবে।

ইউনেস্কো থিম ভিত্তিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক আবুল মনসুর মুসা, প্রাক্তন অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অমিত সম্ভাবনা আছে। সেই সম্ভাবনাকে কার্যকর করতে হলে অনেক কাজের প্রয়োজন। লোকবল তৈরি এবং প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে। পৃথিবীতে কয়েক হাজার ভাষা আছে। ভাষা মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে আলাদা করেছে। ভাষা সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।

এ আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন নরিহিদে ফুরুকাওয়া, হেড অব এডুকেশন, ইউনেস্কো, ঢাকা। তিনি বলেন “It’s about shaping our future through education systems that enable every learner to learn and thrive. By putting youth voice at the front and centre of modern language and a multilingual education, we can build a more inclusive, resilient and human future for all.”

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মাননীয় সচিব রেহানা পারভীন। তিনি বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের আত্মপরিচয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাভাব্য এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার মনোবলকে সুদৃঢ় করেছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে একুশের উত্তরাধিকার আমাদের জাতীয় জীবনে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সকল অসুন্দর, অশুভকে প্রতিহত করার জন্য আত্মিক প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৬ই ডিসেম্বর ২০২৫ বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এছাড়াও ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ হতে ২রা জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শোক দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। প্রতি বছরের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৬ উদ্‌যাপন করা হয় এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় ২৬শে মার্চ ২০২৬ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক “বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩” গত ১৪ই এপ্রিল ২০২৬ তারিখ সরকারি নির্দেশনা অনুসারে উদ্‌যাপন করা হয়।

বইমেলা ২০২৬ সম্পর্কিত তথ্য

“বহুমাত্রিক বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাজধানীর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজন করা হয় অমর একুশে বইমেলা ২০২৬। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান ২৬শে ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) আনুষ্ঠানিকভাবে অমর একুশে বইমেলায় শুভ উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, “বইমেলা কেবল বই ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান নয়; এটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, মননচর্চা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক।”

প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। এ বছর অমর একুশে বইমেলা ২৬শে ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ২০২৬ থেকে ১৫ই মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত চলে। আয়োজক সূত্রমতে, এ বছর মোট ৫৪৯টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ৮১টি স্টল এবং বাকি ৪৬৮টি স্টলকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বরাদ্দ দেওয়া হয়। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা এবং অন্যান্য দিন বেলা ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বইমেলা চলে। এই বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণাধর্মী ও অনুবাদ বই যেমন: বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, আরবি, ফারসি, তুর্কি, জাপানি, কোরীয়, জার্মান, রুশ, স্পেনীয়, ফরাসি, ইতালীয়, পর্তুগিজ, হিন্দি, বাহাসা মালয়েশিয়া) প্রদর্শন করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন অভিধান যেমন: কোচ (থার) অভিধান, চাক বাংলা অভিধান, সিলেটি নাগরী লিপি শিক্ষা, ঢাকাইয়া উর্দু-বাংলা অভিধান, ডোম জনগোষ্ঠীর ভাষা, ককবরক ভাষার কবিতা সংকলন, বাংলার শব্দ মানচিত্র, বাংলা খোঁটা উপভাষা, ভাষা অর্জন: তত্ত্ব ও স্বরূপ, ভাষা ও গণতন্ত্র: রাষ্ট্র নির্মাণের

আকাজক্ষা, রূপকথার হংসী মা, বাংলা দাওয়াতপত্রে বিনম্রতা, খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোক সাহিত্য অন্বেষণ, বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তা: নৃতাত্ত্বিক ও জনমিতিক বিশ্লেষণ ইত্যাদি বই দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার বিশেষ করে বই অনুরাগী মানুষের ভিড় পুরো বইমেলায় সময় জুড়ে ছিল।



বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্টল

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন এবং ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স গাইডলাইন অনুমোদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আওতায় ‘ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স’ প্রবর্তনের লক্ষ্যে ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স গাইডলাইন অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবনার উপরে ৪ঠা জুন ২০২৬ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় চীনা, জাপানিজ, কোরিয়ান, আরবি, ফরাসি, ইংরেজি, জার্মান এবং এলিমেন্টারি সার্টিফিকেট কোর্স ইন বেঙ্গলি ফর ফরেনার্স (ডিপ্লোম্যাটস) Elementary Certificate Course in Bengali for Foreigners (diplomats) এই আটটি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার লক্ষ্যে ১৪ই জুন ২০২৬ তারিখে একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর অফিস সংযুক্তি কার্যক্রম সম্পাদনে সহযোগিতা প্রদান

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের জন্য আয়োজিত ২০৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের অফিস সংযুক্তি কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৯শে মে ২০২৬ তারিখে ২০ জন প্রশিক্ষার্থী প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষার্থীগণ ১৯শে মে ২০২৬ তারিখে সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ০১:০০টা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি, কার্যপদ্ধতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন/সফরের অনুমতিসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।



বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের জন্য জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) কর্তৃক আয়োজিত ২০৭তম বুনয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অফিস সংযুক্তি কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন

এছাড়াও নায়েম থেকে গত ২২শে জুন ২০২৬ তারিখে 7th Advanced course on skill Development (ACSD)-এর ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী অফিস সংযুক্তি কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন/সফরের অনুমতিসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।



জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)-এর ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী অফিস সংযুক্তি কার্যক্রমের অংশ হিসাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ৪০ জন শিক্ষার্থী গত ২৩শে জুন ২০২৬ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। উক্ত শিক্ষা সফরের দায়িত্বে ছিলেন আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ও ছাত্র উপদেষ্টা জনাব মো: নিয়াজ আলমগীর। উক্ত শিক্ষা সফরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রশাসন শাখা শিক্ষা সফরের অনুমতিসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।



আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন

প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ শাখা সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)

“বান্দরবান জেলার বিপন্ন ভাষা পরিকল্পনা: সমস্যা ও করণীয়” বিষয়ক কর্মশালার প্রচার প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৩০শে এপ্রিল ২০২৬ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ৯:৩০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বান্দরবান জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে “বান্দরবান জেলার বিপন্ন ভাষা পরিকল্পনা: সমস্যা ও করণীয়” শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় ভাষা বিপন্ন হওয়ার কারণ ও করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বান্দরবান পার্বত্য জেলার লেখক ও গবেষক, বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মী ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাবৃন্দ।



“বান্দরবান জেলার বিপন্ন ভাষা পরিকল্পনা: সমস্যা ও করণীয়” শীর্ষক কর্মশালা

“প্রমিত বাংলা ভাষা চর্চা: সাম্প্রতিক প্রবণতা” বিষয়ক কর্মশালার প্রচার প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৯শে মে ২০২৬ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত পঞ্চগড় জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে “প্রমিত বাংলা ভাষা চর্চা: সাম্প্রতিক প্রবণতা” শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন সরকারি কলেজের শিক্ষক, রাজবংশীয় ভাষা গবেষক, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার প্রতিনিধি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মী ও পঞ্চগড় জেলা পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাবৃন্দ।



“প্রমিত বাংলা ভাষা প্রয়োগের সাম্প্রতিক প্রবণতা” শীর্ষক কর্মশালার স্থিরচিত্র

আমাই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)

- ২৯শে জুলাই ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইন্সটিটিউশনস (PBGSI), স্কিম, এসইডপি কর্তৃক Award Distribution Program-এর আয়োজন করা হয়।
- ১৬ই আগস্ট ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত Business Technology Marketing (BTM) কর্তৃক ‘আলোচনা সভা’ আয়োজন করা হয়।
- ১৮ই আগস্ট ২০২৫ তারিখ বিকাল ০৩:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত জাপান এডুকেশন এন্ড জব সেন্টার, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক ‘সেমিনার’ আয়োজন করা হয়।
- ৩০শে আগস্ট ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত শাপলা স্মৃতি সংসদ কর্তৃক ‘শাপলা স্মৃতি সংসদ সম্মাননা ও সম্মেলনী’ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ০৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত গোল্ডেন আই ডেভলপার্স লিমিটেড কর্তৃক ‘সেমিনার’ আয়োজন করা হয়।
- ১৪ই অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত হায়ার এডুকেশন এক্সিলারেশন এন্ড ট্রান্সফরমেশন (হিট) প্রজেক্ট, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।
- ২৪শে অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত Rotary International D64, Bangladesh কর্তৃক ‘সেমিনার’ আয়োজন করা হয়।
- ১লা নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত স্পেকট্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল কর্তৃক ‘বার্ষিক প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান’ আয়োজন করা হয়।
- ২২শে নভেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত Grow Your Reader Foundation কর্তৃক ‘টেক কানেক্ট: এমপাওয়ারিং ইয়ুথ টু বিকাম গ্লোবাল সিটিজেনস’ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ১৩ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত NUSDF Bangladesh কর্তৃক ‘NSUDF Skill Development Summit 2025’ আয়োজন করা হয়।
- ১৮ই ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ‘বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস ২০২৫’ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ৩রা জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত প্রাণ আরএফএল গ্রুপ কর্তৃক ‘সেমিনার’ আয়োজন করা হয়।
- ৪ঠা জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত বীকন ফার্মাসিটিক্যাল পিএলসি কর্তৃক ‘মাসিক আলোচনা সভা’ আয়োজন করা হয়।

- ০৯ই এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মমুখী শিক্ষার কোর্স অন্তর্ভুক্তি’ শীর্ষক একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
- ০৯ই জুন ২০২৬ তারিখে সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড কর্তৃক ‘বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০২৬’ পালন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- ১৫ই জুন ২০২৬ তারিখে সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল কর্তৃক ‘বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস-২০২৬’ পালন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- ৩০শে জুন ২০২৬ তারিখে সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ‘আলোকিত শিক্ষক ও অনন্য শিক্ষার্থী অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান-২০২৬’ আয়োজন করা হয়।

বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য (জুলাই ২০২৫ - জুন ২০২৬)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ও সুভোনির বিক্রয়ের জন্য ২০২৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর আমাই বিক্রয়কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিক্রয়কেন্দ্র সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯:৩০ মি. থেকে বিকাল ৩:৩০ মি. পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে। বিক্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে - মাতৃভাষা পিডিয়া, অভিধান, অনুবাদ, ভাষা সংক্রান্ত গ্রন্থ, মাতৃভাষা পত্রিকা, স্মরণিকা, অন্যান্য।

২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

ক্রম	বিক্রিত প্রকাশনার নাম	প্রকাশনার সাল	বিক্রিত সংখ্যা
১.	মাতৃভাষাপিডিয়া ১ম খণ্ড আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ	২০২৪	০৪ কপি
	মাতৃভাষাপিডিয়া ২য় খণ্ড আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ	২০২৪	০৪ কপি
	মাতৃভাষাপিডিয়া ৩য় খণ্ড আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ	২০২৪	০৪ কপি
	মাতৃভাষাপিডিয়া ৪র্থ খণ্ড আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষা বৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ	২০২৪	০৫ কপি
২.	ভাষা অর্জন: তত্ত্ব ও স্বরূপ	২০২৫	০১ কপি
	ভাষা ও গণতন্ত্র: রাষ্ট্র নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা	২০২৫	১৬ কপি

ক্রম	বিক্রিত প্রকাশনার নাম	প্রকাশনার সাল	বিক্রিত সংখ্যা
	সুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয় ভাষা-পরিচিতি: মৌলভীবাজার জেলা	২০১৩	০৬ কপি
	সমকালীন ভাষাবিজ্ঞান	২০২৪	৩৫ কপি
	বাংলার শব্দ মানচিত্র	২০২৫	০১ কপি
	ভাষা ও ভাষা প্রসঙ্গ	২০১২	০১ কপি
	বাংলাদেশের খোঁটা উপভাষা	২০২৫	১০ কপি
	ডোম জনগোষ্ঠীর ভাষা: ভোজপুরি ডোমাই	২০২৪	০১ কপি
৩.	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, চীনা, জাপানি ও কোরীয় ভাষায়)	২০২৩	০৯ কপি
	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষায়)	২০২৩	০৬ কপি
	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, জার্মান, রুশ ও স্পেনীয় ভাষায়)	২০২৩	১৫ কপি
	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, ফরাসী, ইটালী ও পোর্তুগীজ ভাষায়)	২০২৩	১২ কপি
	বহুভাষী পকেট অভিধান (বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও বাহাসা মালায়েশিয়া ভাষায়)	২০২৩	২০ কপি
	চাক বাংলা অভিধান	২০২৫	০৬ কপি
	ঢাকাইয়া উর্দু-বাংলা অভিধান	২০২৪	০১ কপি
	কোচ (থার) অভিধান	২০২৪	০১ কপি
	সিলেটা নাগরীলিপি শিক্ষা	২০২৪	০৯ কপি
৪.	মাতৃভাষা পত্রিকা (১ম বর্ষ: ১ম সংখ্যা), জানু-জুন ২০১৫	জানু-জুন ২০১৫	০২ কপি
	মাতৃভাষা পত্রিকা (৩য় বর্ষ: ১ম-২য় সংখ্যা)	২০১৭	০১ কপি
	মাতৃভাষা পত্রিকা (৪র্থ বর্ষ: ১ম সংখ্যা), জানু-জুন ২০১৮	জুন ২০১৮	০২ কপি
	মাতৃভাষা পত্রিকা (৪র্থ বর্ষ: ২য় সংখ্যা), জুলা-ডিসে ২০১৮	ডিসে ২০১৮	০৩ কপি
	মাতৃভাষা পত্রিকা (৫ম বর্ষ: ১ম-২য় সংখ্যা), জানু-ডিসে ২০২১	মার্চ ২০২৩	০২ কপি
	মাতৃভাষা পত্রিকা (৮ম বর্ষ: ১ম-২য় সংখ্যা), জানু-ডিসে ২০২২	২০২৪	০৪ কপি
	মাতৃভাষা পত্রিকা (৯ম ও ১০ম বর্ষ: ১ম সংখ্যা) জানু-ডিসে ২০২৩-২৪	২০২৫	০৬ কপি
	মাতৃভাষা পত্রিকা (১১তম বর্ষ: ১ম সংখ্যা), জানু-জুন ২০২৫	২০২৫	০৬ কপি
	মাতৃভাষা পত্রিকা (১১তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা), জুলা- ডিসে ২০২৫	২০২৫	০৪ কপি
৫.	Mother Language (Vol 1, No. 1), Jul 2017	Dec 2017	০১ কপি
	Mother Language (Vol 2, No. 1), Dec 2018	Dec 2018	০১ কপি
	Mother Language (Vol. 3, No. 1), Jan-Dec 2019	Jan-Dec 2019	০১ কপি

ক্রম	বিক্রিত প্রকাশনার নাম	প্রকাশনার সাল	বিক্রিত সংখ্যা
	Mother Language (Vol. 5, No. 1-2) Jan-Dec 2021	2023	০১ কপি
	Mother Language (Vol. 6, No. 1-2) Jan-Dec 2022	2023	০১ কপি
	Mother Language (Vol. 7, No. 1) Jan-Jun 2023	2024	০৩ কপি
	Mother Language (Vol.: 8, Issue: 1-2), Jan-Dec 2024)	2025	০৩ কপি
	Mother Language (Vol.: 9, Issue: 2), Jul-Dec 2025)	2026	০১ কপি
	বিশ্বসাহিত্যের সেরা গল্প (অনুবাদ)	২০২৫	০১ কপি
	খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকসাহিত্য অন্বেষণ	২০২৫	০১ কপি
	বাংলাদেশের কবিতা: ভাষা ও শৈলী (১৯৭২-২০২২)	২০২৫	১৮ কপি
৬.	বৈষম্য- বিরোধী আন্দোলন- ২০২৪	২০২৫	০২ কপি
	বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন		
	Teacher- Student Relationship at Secondary Schools in Bangladesh: Perception Attitude and Outcome	২০২৫	১৪ কপি
	বাংলা দাওয়াতপত্রে বিনম্রতা	২০২৫	০১ কপি
	একুশে ফেব্রুয়ারি পুস্তিকা		০১ কপি
৭.	মাতৃভাষা বার্তা (১২তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা), এপ্রি- জুন ২০২৫	২০২৫	০১ কপি
	মাতৃভাষা বার্তা (১২তম বর্ষ: ৪র্থ সংখ্যা), অক্টো- ডিসে ২০২৫	২০২৫	০১ কপি
৮.	ভাষা তথ্য সংগ্রহ প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ (পাবনা ও নেত্রকোণা জেলা)	২০২৪	০১ কপি
	ভাষা তথ্য সংগ্রহ প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ (কক্সবাজার ও সিলেট জেলা)	২০২৪	০১ কপি

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ব্যয় বিবরণী (জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬)

২০২৫-২৬ অর্থবছরের, জুলাই-২০২৫ থেকে জুন-২০২৬ পর্যন্ত ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থছাড়ের পরিমাণ ও ব্যয়িত অর্থের বিবরণী:

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের বিস্তারিত বিভাজন	১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তিতে অবমুক্তযোগ্য অর্থের পরিমাণ	জুলাই/২৫ হতে জুন/২০২৬ পর্যন্ত ব্যয়	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (৪-৫)	ব্যয়ের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৬৩১	আবর্তক অনুদান					
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা:					
৩১১১১০১	মূলবেতন (অফিসার)	৩৯০০০০০.	৩৯০০০০০.	৩০৫৬৮১০.	৮৪৩১৯০.	৭৮.৩৮
৩১১১২০১	মূলবেতন (কর্মচারী)	৫৪০০০০০.	৫৪০০০০০.	৪৯২১১০০.	৪৭৮৯০০.	৯১.১৩
৩১১১৩২২	বিশেষ প্রণোদনা ভাতা	১২০০০০০.	১২০০০০০.	১০৫৮৯৭৫.	১৪১০২৫.	৮৮.২৫
৩৬৩১১০১	উপমোট বেতন বাবদ সহায়তা (১):	১০৫০০০০০.	১০৫০০০০০.	৯০৩৬৮৮৫.	১৪৬৩১১৫.	৮৬.০৭
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা:				০.	
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা (ভাতাদি)	১০০০০০.	১০০০০০.	১১২৮০০.	-১২৮০০.	১১২.৮
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা (ভাতাদি)	১৫০০০০.	১৫০০০০.	৯৪৫০০.	৫৫৫০০.	৬৩.
৩১১১৩১০	বাড়িভাড়া ভাতা (ভাতাদি)	৫৫০০০০০.	৫৫০০০০০.	৪৪৬১৬৮৪.	১০৩৮৩১৬.	৮১.১২
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা (ভাতাদি)	৭০০০০০.	৭০০০০০.	৬৪২০০০.	৫৮০০০.	৯১.৭১
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা (ভাতাদি)	৫০০০০.	৫০০০০.	৪২০০০.	৮০০০.	৮৪.
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১০০০০০.	১০০০০০.	৮৮৮০০.	১১২০০.	৮৮.৮
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা (ভাতাদি)	১৩০০০০.	১৩০০০০.	৭৫২০০.	৫৪৮০০.	৫৭.৮৫
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা (ভাতাদি)	১৬০০০০০.	১৬০০০০০.	১২৪৪৪৪০.	৩৫৫৫৬০.	৭৭.৭৮
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৪৫০০০০.	৪৫০০০০.	৪২০৫০৭.	২৯৪৯৩.	৯৩.৪৫
৩১১১৩২৮	শান্তি বিনোদন ভাতা (ভাতাদি)	৩০০০০০.	২৯৫০০০.	১৪০৩২০.	১৫৪৬৮০.	৪৭.৫৭
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা (ভাতাদি)	৩০০০০.	৩৫০০০.	১০৮০০.	২৪২০০.	৩০.৮৬
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা (ভাতাদি)	২৪০০০০.	১৮০০০০.	১২৬৫৩৮.	৫৩৪৬২.	৭০.৩
	উপমোট ভাতাদি বাবদ সহায়তা (২):	৯৩৫০০০০.	৯২৯০০০০.	৭৪৫৯৫৮৯.	১৮৩০৪১১.	৮০.৩
৩৬৩১১০৩	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা:				০.	
৩২১১১০১	পুরস্কার	০.	৭৫০০০.	০.	৭৫০০০.	০.
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	১০০০০০.	১০০০০০.	১০০০০০.	০.	১০০.
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	৪০০০০০.	৩৫০০০০.	৩৬৪০০০.	-১৪০০০.	১০৪.
৩২১১১১১	সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয়	৩৪০০০০০.	৩২৩০০০০.	৩২২৮৩০০.	১৭০০.	৯৯.৯৫
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৮৫০০০০০.	৭৮৬২৫০০.	৬৯৭৯৬৪০.	৮৮২৮৬০.	৮৮.৭৭
৩২১১১১৫	পানি	২৫০০০০.	২৫০০০০.	১৬৪৪৮৮.	৮৫৫১২.	৬৫.৮
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিগ্রাফ	৫০০০০০.	৫০০০০০.	৪৭১৮৪০.	২৮১৬০.	৯৪.৩৭
৩২১১১২০	টেলিফোন	১০০০০০.	১০০০০০.	৫২২৪১.	৪৭৭৫৯.	৫২.২৪

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের বিজ্ঞারিত বিভাজন	১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তিতে অবমুক্তযোগ্য অর্থের পরিমাণ	জুলাই/২৫ হতে জুন/ ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয়	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (৪-৫)	ব্যয়ের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩২১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১০০০০০০.	১০০০০০০.	৮০৫৯৮৫.	১৯৪০১৫.	৮০.৬
৩২১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৩০০০০০.	৩০০০০০.	২৭৮৬৪৪.	২১৩৫৬.	৯২.৮৮
৩২১১২৮	প্রকাশনা	৮৫০০০০০.	৮৫০০০০০.	৭৫৮২৭৫৯.	৯১৭২৪১.	৮৯.২১
৩২১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	৬০০০০.	৬০০০০.	৫৯৮১০.	১৯০.	৯৯.৬৮
৩২১১৩১	আউটসোর্সিং	৬৭০০০০০.	৬৭০০০০০.	৬৬৭৬৫৭৬.	২৩৪২৪.	৯৯.৬৫
৩২১১৩৪	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি	৪০০০০০.	৪০০০০০.	৪৪৫৬৫০.	-৪৫৬৫০.	১১১.৪১
৩২১১৩৫	নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	৫০০০০০.	৫০০০০০.	০.	৫০০০০০.	০.
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৩৩০০০০০.	২৮৮৭৫০০.	২৯২০২৬০.	-৩২৭৬০.	১০১.১৩
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিক্যান্ট	৫০০০০০.	৪৬২৫০০.	৪৫৫৬৪৭.	৬৮৫৩.	৯৮.৫২
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	৭০০০০০.	৬৪৭৫০০.	৬৪৬৭০১.	৭৯৯.	৯৯.৮৮
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৩০০০০০০.	২৮২০০০০.	২৮১০৪৪৪.	৯৫৫৬.	৯৯.৬৬
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৬০০০০০.	৬০০০০০.	৫৮১১৪০.	১৮৮৬০.	৯৬.৮৬
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৬০০০০০.	৬০০০০০.	৫৯৬৩৯৬.	৩৬০৪.	৯৯.৪
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনোহারি	৭০০০০০.	৭০০০০০.	৬৬৭১৫৬.	৩২৮৪৪.	৯৫.৩১
৩২৫৬১০৬	পোশাক	১৫০০০০.	১৫০০০০.	১৪৯৩০০.	৭০০.	৯৯.৫৩
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	২৫০০০০.	২৫০০০০.	২৩৯৬০০.	১০৪০০.	৯৫.৮৪
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১৪০০০০০০.	১৪০০০০০০.	১৩৪৮৫৪৬৪.	৫১৪৫৩৬.	৯৬.৩২
৩২৫৮১০১	মটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ)	৫০০০০০.	৪২৫০০০.	৪৫৫৩৩১.	-৩০৩৩১.	১০৭.১৪
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ)	১০০০০০.	১০০০০০.	৯৯৬০০.	৪০০.	৯৯.৬
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ)	১০০০০০.	১০০০০০.	৯৮৭৫০.	১২৫০.	৯৮.৭৫
৩২৫৮১০৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (মেরামত ও সংরক্ষণ)	১০০০০০.	১০০০০০.	১৮৬০০.	৮১৪০০.	১৮.৬
৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপন (মেরামত)	৫০০০০.	৫০০০০.	৪৬০০০.	৪০০০.	৯২.
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৮০০০০০.	৮০০০০০.	৭২৫০০০.	৭৫০০০.	৯০.৬৩
	উপমোট পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা (৩):	৫৬১৬০০০০.	৫৪৬২০০০০.	৫১২০৫৩২২.	৩৪১৪৬৭৮.	৯৩.৭৫
৩৬	গবেষণা অনুদান:				০.	
৩২৫৭১০৩	গবেষণা	৮০০০০০০.	৭৯৫০০০০.	৭৯২১০২০.	২৮৯৮০.	৯৯.৬৪
৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	০.	৫০০০০.	০.	৫০০০০.	০.
	উপমোট গবেষণা অনুদান (৪):	৮০০০০০০.	৮০০০০০০.	৭৯২১০২০.	৭৮৯৮০.	৯৯.০১
৩৮	অন্যান্য অনুদান ব্যয়				০.	
৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	৫০০০০.	৫০০০০.	০.	৫০০০০.	০.
৩৮২১১০৩	পৌরকর	১৯৫০০০০.	১৯৫০০০০.	১৮৯০৩৬০.	৫৯৬৪০.	৯৬.৯৪
	উপমোট অন্যান্য অনুদান (৫):	২০০০০০০.	২০০০০০০.	১৮৯০৩৬০.	১০৯৬৪০.	৯৪.৫২
	মোট আবর্তক অনুদান (১+২+৩+৪+৫)	৮৬০১০০০০.	৮৪৪১০০০০.	৭৭৫১৩১৭৬.	৬৮৯৬৮২৪.	৯১.৮৩

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের বিজ্ঞারিত বিভাজন	১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তিতে অবমুক্তযোগ্য অর্থের পরিমাণ	জুলাই/২৫ হতে জুন/ ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয়	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (৪-৫)	ব্যয়ের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪১	যন্ত্রপাতি অনুদান				০.	
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৫০০০০০.	৫০০০০০.	৫০০০০০.	০.	১০০.
	উপমোট যন্ত্রপাতি অনুদান (৬):	৫০০০০০.	৫০০০০০.	৫০০০০০.	০.	১০০.
৪১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান				০.	
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৫০০০০০.	৩৭৫০০০.	৩৭৫০০০.	০.	১০০.
	উপমোট তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান (৭):	৫০০০০০.	৩৭৫০০০.	৩৭৫০০০.	০.	১০০.
৪১	অন্যান্য মূলধন অনুদান				০.	
৪১৩১১০১	জাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং আর্কাইভ ও চলচ্চিত্র	২১০০০০.	২১০০০০.	২১০০০০.	০.	১০০.
	উপমোট অন্যান্য মূলধন অনুদান (৮):	২১০০০০.	২১০০০০.	২১০০০০.	০.	১০০.
	মূলধন অনুদান (৬+৭+৮)	১২১০০০০.	১০৮৫০০০.	১০৮৫০০০.	০.	১০০.
	সর্বমোট (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮)	৮৭২২০০০০.	৮৫৪৯৫০০০.	৭৮৫৯৮১৭৬.	৬৮৯৬৮২৪.	৯১.৯৩



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরিণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

Website: www.imli.gov.bd, E-mail: imli.moebd@gmail.com